182. Ad. 851. 2.

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫ নং চিৎপুর রোড।

৮ আশ্বিন ১৩০০ সাল।

মূল্য ॥০ আট

IMPERIAL LIBRARY
21.DEC.'04

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4100
DATE 7/9/09
CALCUTTA

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত

সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ

স্মরণোপহার স্বরূপে

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।

শুক্রবার। ২২শে আগষ্ট। ১৮৯০। দেশকালের মধ্যে যে একটা প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা আছে, বাষ্পযানে সেটা লোপ করে' দেবার চেষ্টা করচে। পূর্ব্বে, সময় দিয়ে দূরত্বের পরিমাণ হত; লোকে বল্‌ত এক প্রহরের রাস্তা, দুদিনের রাস্তা। এখন কেবল গজের মাপটাই অবশিষ্ট। দেশ-কালের চিরদাম্পত্যের মাঝখান দিয়ে অবাধে বড় বড় কলের গাড়ি এবং কলের জাহাজ চলে' যাচ্চে।

কেবল তাই নয়—আসিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে' মাঝে বিরহের লবণাম্বুরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে। আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ যমজ ভ্রাতার মত জন্মাবধি সংলগ্ন হয়ে আছে, শোনা যায় তাদের মধ্যেও লোহাস্ত্র চালনার উদ্যোগ করা হয়েছিল। এম্‌নি করে' সভ্যতা সর্ব্বত্রই জলে স্থলে দেশে কালে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে আপনার পথটা করে' নেবার চেষ্টা করচে।

এইরকম নানা উপদ্রবে সময়কে দেশছাড়া করে' ফল হয়েছে এই যে, দেশের দেশত্ব আর ভাল করে' উপলব্ধি করা যায় না। কারণ দেশের বৃহত্বকে যদি কালের বৃহত্ব

দিয়ে না বুঝি তবে তাঁকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করবার আর কোন উপায় নেই। সে কেবল অঙ্কের মধ্যেই বদ্ধ থাকে। অর্থাৎ তহবিলের মধ্যে না থেকে সে কেবল হিসাবের খাতার মধ্যেই থেকে যায়।

য়ুরোপ এবং আসিয়ার মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে সেটা বোঝা এখনকার য়ুরোপযাত্রীর পক্ষে অনেকটা কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব্বে যখন দীর্ঘ পথ প্রদক্ষিণ করে' য়ুরোপে পৌঁছতে অর্দ্ধেক বৎসর লাগ্‌ত তখন এই দুই মহাদেশের যথার্থ ব্যবধান সম্পূর্ণ ধারণা কর্‌বার দীর্ঘকাল অবসর পাওয়া যেত। এখন ক্রমেই সেটা হ্রাস হয়ে আস্‌চে।

য়ুরোপ, য়ুরোপীয় সভ্যতা, শোনবামাত্র অস্তাচলের পরপারবর্ত্তী এক নূতন জ্যোতিরালোকিত অপূর্ব্ব দূরজগতের ভাব সহজেই কল্পনায় উদয় হওয়া উচিত। সেখানে যাত্রা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে মনে যথেষ্ট ভয় এবং যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বালকটি বালিকা নববধূর গহনা বিক্রয় এবং বৃদ্ধপিতার বহুদুঃখসঞ্চিত অর্থ অপহরণ করে' সেখানে অনায়াসে নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে শ্মশ্রুদ্গমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোপনে পলায়ন করে এবং শ্মশ্রুদ্গমের কিঞ্চিৎ পরেই বেশ বদল করে', ঘাড়ের চুল ছেঁটে, দুই রিক্ত পকেটে দুই হাত গুঁজে দিয়ে বাপের কোম্পানির কাগজ এবং চুরুট ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে

অত্যন্ত চটুল চঞ্চলভাবে দেশে ফিরে' আসে। এই কলে-ছাঁটা ছোকরাটি যে, উনবিংশ শতাব্দীর তীর্থস্থানে গিয়ে মহাসমুদ্রের ঢেউ খেয়ে এসেছে এমনটা কিছুতেই মনে হয় না। মনে হয়, কোন্ এক সখের নাট্যশালায় কিছুকাল অভিনয় করে' এল; সেখানকার বাঁকা সুর এখনো মুখে লেগে আছে, এবং সেখানকার অধিকারী মহাশয় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সাজের বেশখানি একে দান করেছেন; আর কোন-রকম পারিতোষিক দিয়েছেন কি না বল্‌তে পারিনে!

কিন্তু দেশকালের ঘনিষ্ঠতা যতই হ্রাস হোক্,চিরকালের অভ্যাস একেবারে যাবার নয়। যদিও তিন মাসের রিটার্ণ টিকিট মাত্র নিয়ে য়ুরোপে চলেচি, তবু একটা কাল্পনিক দীর্ঘকালের বিভীষিকা মন থেকে তাড়াতে পারচিনে। মনে হচ্চে যেন অনেক দিনের জন্যে চলেচি।

এমনতর ঘটনা শোনা যায় যে, ক্ষত চিকিৎসায় একজন লোকের একটা পায়ের আধখানা কেটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু আজন্মকালের অভ্যাসবশতঃ সেই বিচ্ছিন্ন অংশের অস্তিত্ব কিছুতেই তার মন থেকে দূর হয় না। তেম্‌নি ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপের মাঝখানে স্বভাবতঃ যে একটা দীর্ঘকালের ব্যবধান আছে সেটা যদিও অর্দ্ধেকের বেশি কেটে ফেলা হয়েছে, তবু আমার মন থেকে সেই অব-শিষ্ট অংশ তাড়াতে পারচিনে। বহু দূর, বহু প্রভেদ এবং বহু কাল এই তিনটে ভাব এক সঙ্গে উদয় হয়ে

হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে’ তুল্‌চে। সাত সমুদ্র তের নদী পারবর্ত্তী এই তিন মাসের স্বদেশবিরহকে অত্যন্ত দীর্ঘ বিরহ বলে’ মনে হচ্চে।

কিন্তু অনেকে আশঙ্কা করেন, বিরহ নামক ব্যাপারটা সভ্যতার উপদ্রবে ভবলীলা সম্বরণ করে’ একান্ত কল্পনা-লোক প্রাপ্ত হয়েছে। কালিদাসের সময়ে যখন রেলগাড়ী, ইষ্টিমার, পোষ্ট আপিষ ছিল না তখনি খাঁটি বিরহ ছিল; এবং তখনকার দিনে বছর খানেকের জন্য রামগিরিতে বদ্‌লি হয়ে যক্ষ যে সুদীর্ঘচ্ছন্দে বিলাপ পরিতাপ করেছিল সে তার পক্ষে অযথা হয় নি। কিন্তু স্তূপাকার তুলো যেমন কলে চেপে একটি পরিমিত গাঁঠে পরিণত হয়, সভ্যতার চাপে আমাদের সমস্তই তেম্‌নি সংক্ষিপ্ত নিবিড় হয়ে আস্‌চে। ছয় মাসকে যাঁতার তলায় ফেলে তিন মাসের মধ্যে ঠেসে দেওয়া হচ্চে; পূর্ব্বে যা মুটের মাথার বোঝা ছিল এখন তা পকেটের মধ্যে ধরে। এই সংহতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সুখদুঃখ অল্প পরিসরের মধ্যে অত্যন্ত তীব্রতা প্রাপ্ত হচ্চে। এখন ছয় মাসের বিরহ তিন মাসের মধ্যে ঘনভাবে বিরাজ করে; তাই মেঘদূতের মত অত বড় বিরহ-কাব্য লেখবার আর সময় পাওয়া যায় না। এখন দুই এক পাতার মধ্যেই গীতিকাব্যের সমাপ্তি হয়; এবং বিদ্যুৎযান যখন প্রচলিত হবে তখন বিরহ এত গাঢ় হবে যে, চতুর্দ্দশ-পদীও তার পক্ষে ঢিলে বোধ হবে।

আমার অবস্থা সেইরকম। সামান্য এই কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে চলেছি,কিন্তু ভারতবর্ষ একান্ত করুণস্বরে আমাকে আহ্বান করচে।

বল্‌চে—বৎস, কোথায় যাস্! কোন দূর সমুদ্রের তীরে? কোন যক্ষগন্ধর্ব্বদের স্বর্ণপুরীতে? সেখানে আমার আহ্বানস্বর কি আর শুন্‌তে পাবি?—আর যাই করিস্ অবজ্ঞার ভাবে চলে' যাস্‌নে, আর অবজ্ঞার ভাবে ফিরে আসিস্‌নে। আমার দরিদ্রের ঘর; আমার কিছুই নেই; তোরা যা চাস্ তা সময়ে পাস্‌নে; কিন্তু আমার ঘরে কেউ কি তোদের ভালবাসেনি? শৈশবে কোন নতনেত্র তোদের মুখের উপরে জাগ্রত স্নেহালোক বর্ষণ করেনি? রোগের সময় কোন কোমল করতল তোদের তপ্ত ললাটে স্পর্শসুধা বিতরণ করেনি? ওরে অসন্তুষ্ট চঞ্চলহৃদয়, আমাকে ছেড়ে যাবার সময় কি কেবল দারিদ্র্যদুঃখই ছেড়ে গেলি, জগতের দুর্লভধন ভালবাসা ছেড়ে গেলিনে? সেই অলকাপুরীতে কোন দুঃস্বপ্নে যখন আমাকে মনে পড়বে তখন কি আমার স্নেহের কোল মনে পড়বে না, কেবল তা জীর্ণ চীরখানাই মনে পড়বে?

তখন সূর্য্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালে কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলু সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ,আকাশ মেঘাচ্ছ সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ত

অগ্রসর হচ্চে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্ঘরেখা এখনো দেখা যাচ্চে; দেখে' মনে হ'ল আমাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন জননী সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাকুলবাহু বিক্ষেপ করে' ডাক্‌চেন, বল্‌চেন আসন্নরাত্রিকালে অকূল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাস্‌নে! এখনো ফিরে আয়!

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জলে' উঠ্‌ল; সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।

তখন আমার হৃদয়ের মধ্যে ঐ গানটা ধ্বনিত হতে লাগল "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে"!

জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাস্‌ল তরী সন্ধেবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।—

কিন্তু সী-সিক্‌নেসের কথা কে মনে করেছিল!

যখন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরঙ্গে রীতে মিলে' গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করে' দিলে ন দেখ্‌লুম সমুদ্রের পক্ষে জলখেলা বটে কিন্তু আমার ক নয়।

ভাব্‌লুম এই বেলা মানে মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে

কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়িগে। যথাসম্ভব ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে' কাঁধ হতে কম্বলটি একটি বিছানার উপর ফেলে' দরজা বন্ধ করে' দিলুম। ঘর অন্ধকার। বুঝ্‌লুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় শুয়েচেন। শারীরিক দুঃখ নিবেদন করে' একটুখানি স্নেহ উদ্রেক কর্‌বার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলুম "দাদা, ঘুমিয়েচেন কি?" হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হুহুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল "হুজ্ দ্যাট্!" আমি বল্লুম "বাস্‌রে! এ ত দাদা নয়!" তৎক্ষণাৎ বিনীত অনুতপ্তস্বরে জ্ঞাপন কর্‌লুম "ক্ষমা করবেন দৈবক্রমে ভুল কুঠরিতে প্রবেশ করেচি।" অপরিচিত কণ্ঠ বল্লে "অল্ রাইট্!" কম্বলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতর শরীরে সঙ্কুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাইনে। বাক্স তোরঙ্গ লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিষের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাত্‌ড়ে বেড়াতে লাগ্‌লুম। ইঁদুর কলে পড়্‌লে তার মানসিক ভাব কিরকম হয় এই অবসরে কতকটা বুঝ্‌তে পারা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

এদিকে লোকটা কি মনে করচে! অন্ধকারে পরের ক্যাবিনে ঢুকে বেরোবার নাম নেই—খট্ খট্ শব্দে দশ মিনিট কাল জিনিষপত্র হাৎড়ে বেড়ান—এ কি কোন

সদ্বংশীয় সাধুলোকের কাজ! মন যতই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌চে শরীর ততই গলদ্‌ঘর্ম্ম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠ্‌চে। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ দ্বার উদ্‌ঘাটনের গোলকটি, সেই মসৃণ চিক্কন শ্বেতকাচনির্ম্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেক্‌ল, তখন মনে হল এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয় নি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে' নিঃসংশয়চিত্তে তার পরবর্ত্তী ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই দেখি, আলো জ্বলচে; কিন্তু মেজের উপর পরিত্যক্ত গাউন্ পেটিকোট্ প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্ব্বেই পলায়ন করলুম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বারবার তিনবার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে আমার আর সাহস হল না। এবং সেরূপ শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে বিহ্বলচিত্তে জাহাজের কাঠরার পরে ঝুঁকে পড়ে' শরীর মনের একান্ত উদ্বেগ কিঞ্চিৎ লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মত আস্তে আস্তে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন করে' একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! এ কার কম্বল! এ ত আমার নয় দেখ্‌ছি! যে সুখসুপ্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটির ঘরের মধ্যে

রাত্রে প্রবেশ করে' দশমিনিটকাল অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলুম নিশ্চয় এ তারই। একবার ভাবলুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি; কিন্তু যদি তার ঘুম ভেঙ্গে যায়! পুনর্ব্বার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার আবশ্যক হয় তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে! যদি বা করে, তবু এক রাত্রের মধ্যে দু'বার ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি!—আরো একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল। দৈববশতঃ দ্বিতীয়বার যে ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে পড়েছিলুম তৃতীয়বারও যদি ভ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির কম্বলটি সেখানে রেখে সেখানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তাহলে কিরকমের একটা রোমহর্ষণ প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়! আর কিছু নয়, পরদিন প্রাতে আমি কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাব এবং কে আমাকে ক্ষমা করবে! প্রথম ক্যাবিনচারী হতবুদ্ধি ভদ্রলোকটিকেই বা কি বল্‌ব এবং দ্বিতীয় ক্যাবিনবাসিনী বজ্রাহতা ভদ্র-রমণীকেই বা কি বোঝাব! ইত্যাকার বহুবিধ দুশ্চিন্তায় তীব্রতাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।

২৩ আগষ্ট। আমার স্বদেশীয় সঙ্গী বন্ধুটি সমস্ত রাত্রির

সুখনিদ্রাবসানে প্রাতঃকালে অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট সুস্থ মুখে ডেকের উপর দর্শন দিলেন। আমি তাঁর দুই হস্ত চেপে ধরে’ বল্লুম, ভাই, আমার ত এই অবস্থা!—শুনে তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপণ করে’ হাস্যসহকারে এমন দুটো একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর থেকে আর কখনো শোনা হয় নি। সমস্ত রজনীর দুঃখের পর প্রভাতের এই অপমানটাও নিরুত্তরে সহ্য করলুম। অবশেষে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমার ক্যাবিনের ভৃত্যটিকে ডেকে দিলেন। তাকেও আবার একে একে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বল্‌তে হল। প্রথমে সে কিছুই বুঝ্‌তে পারলে না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বেচারার দোষ দেওয়া যায় না। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহ এরকম ঘটনা আর কখনো ঘটেনি, সুতরাং শোন্‌বামাত্রই ধারণা হওয়া কিছু কঠিন বটে। অবশেষে বন্ধুতে আমাতে মিলে’ যখন অনেকটা পরিষ্কার করে’ বোঝান গেল, তখন সে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে একবার মুখ ফেরালে এবং ঈষৎ হাস্‌লে; তার পর চলে’ গেল। কম্বলের কাহিনী অনতিবিলম্বেই সমাপ্ত হল।

কিন্তু সী-সিক্‌নেস্‌ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল। সে ব্যাধিটার যন্ত্রণা অনভিজ্ঞ স্থলচরদের কিছুতে বোঝানো যেতে পারে না। নাড়িতে ভারতবর্ষের অন্ন আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না। য়ুরোপে প্রবেশ কর্‌বার পূর্ব্বে সমুদ্র

এই দেহ হতে ভারতবর্ষটাকে যেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একেবারে সাফ করে' ফেলবার চেষ্টা করচে। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে' আছি।

২৬ আগষ্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড় কম হয়নি—সূর্য্য চারবার উঠেচে এবং তিনবার অস্ত গেছে; বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেচে—জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড় বড় ব্যাপার সবেগে চল্‌ছিল—কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হ'য়ে পড়ে' ছিলুম। আধুনিক কবিরা কখনও মুহূর্ত্তকে অনন্ত কখনও অনন্তকে মুহূর্ত্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত ব্যায়াম-বিপাকে প্রবৃত্ত করান্। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড় রকমের একটা মুহূর্ত্ত বল্‌ব, না এর প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে একটা যুগ বল্‌ব স্থির কর্‌তে পারচিনে।

যাই হোক্ কষ্টের সীমা নেই। মানুষের মত এত বড় একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিম্বা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দরুণ জিবত্মার এতাধিক পীড়া নিতান্ত অন্যায়

অসঙ্গত এবং অগৌরবজনক বলে' বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে' কোন সুখ নেই, কারণ, সে নিন্দাবাদে কারো গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না। এবং জগৎ-রচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।

যন্ত্রণাশয্যায় অচেতনপ্রায় ভাবে পড়ে' আছি। কখন কখন ডেকের উপর থেকে পিয়ানোর সঙ্গীত মৃদু মৃদু কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তখন স্মরণ হয়, আমার এই সঙ্কীর্ণ শয়ন-কারাগারের বাইরে সংসারের নিত্য আনন্দস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হচ্চে। বহুদূরে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমায় আমার সেই সঙ্গীতধ্বনিত স্নেহমধুর গৃহ মনে পড়ে। সুখ-স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যময় জীবজগৎকে অতিদূরবর্ত্তী ছায়ারাজ্যের মত বোধ হয়। মধ্যের এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে' কখন্ সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি। মঙ্গলবার প্রাতে যখন শরীরের মধ্যে প্রাণটা ছাড়া আর ভৌতিক পদার্থ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তখন আমার বন্ধু অনেক আশ্বাস দিয়ে আমাকে জাহাজের "ডেক্" অর্থাৎ ছাদের উপর নিয়ে গেলেন। সেখানে লম্বা বেতের চৌকিটির উপর পা ছড়িয়ে বসে' পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্য পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আস্বাদ লাভ করা গেল।

জাহাজের যাত্রীদের বর্ণনা করতে চাইনে। অতি নিকট হ'তে কোন মসীলিপ্ত লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ যে তাদের

প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য স্থাপন করতে পারে এ কথা তারা স্বপ্নেও না মনে করে' বেশ বিশ্বস্তচিত্তে ডেকের উপর বিচরণ করচে, টুংটাং শব্দে পিয়ানো বাজাচ্চে, বাজি রেখে হার-জিৎ খেল্‌চে, ধূম্রশালায় বসে' তাস পিটচ্চে; তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তিন বাঙ্গালী তিন লম্বা চৌকিতে জাহাজের একটি প্রান্ত সম্পূর্ণ অধিকার করে' অবশিষ্ট জনসংখ্যার প্রতি অত্যন্ত ঔদাস্যদৃষ্টিপাত করে' থাকি।

আমার বন্ধুর দোষগুণ সমালোচনা করতেও আমি চাই না। ত্রেতাযুগে রাজার পক্ষে প্রজারঞ্জন যেমন ছিল, কলি-যুগে লেখকের পক্ষে পাঠকের মনোরঞ্জন সেইরকমের একটা পরম কর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তখনকার প্রজা-রঞ্জনকার্য্যে রামভদ্র স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এখন-কার পাঠকরঞ্জনকার্য্যে লেখকদের অনেক সময়ে আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটে' থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত আত্মীয়েরাও পাঠকশ্রেণীভুক্ত। অধিকাংশ সময়েই নন সে কথা সত্য, কিন্তু তাঁরা নিজে যখন বর্ণনার বিষয় হন তখন আত্মীয়-রচিত প্রবন্ধও পাঠ করে' থাকেন।

কিন্তু যে বন্ধুর বর্ণনা করবামাত্র বিচ্ছেদ ঘট্‌বার সম্ভা-বনা আছে শাস্ত্রমতে তাঁকে সৎসঙ্গ বলা যায় না। অতএব আমার বন্ধু সম্বন্ধে আমি সেরকম আশঙ্কা করিনে। কিন্তু পাঠকের মনোরঞ্জনকেই যদি প্রধান উদ্দেশ্য করা যায়,

তবে নিছক্ প্রশংসায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। নিদেন বানিয়ে দুটো নিন্দে করতে এবং শানিয়ে দুটো কথা বল্‌তে হয়। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার যদি থাকে আমার বন্ধুর থাকতেও আটক নেই। অতএব মৌনাবলম্বনই ভাল।

জাহাজে আমরা দীর্ঘ দিন দুজনে মুখোমুখি চৌকি টেনে বসে' পরস্পরের স্বভাব চরিত্র জীবনবৃত্তান্ত এবং সৃষ্টির যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল সত্তা সম্বন্ধে যার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সমস্ত নিঃশেষ করে' ফেলেচি। আমার বন্ধু চুরোটের ধোঁয়া এবং বিবিধ উড্ডীয়মান কল্পনা একত্র মিশিয়ে সমস্তদিন অপূর্ব্ব ধূম্রলোক সৃজন করেচেন। সেগুলোকে যদি মস্ত একটা ফুলো রবারের থলির মধ্যে বেঁধে রাখ্‌বার কোন সুযোগ থাক্‌ত তাহলে সমস্ত মেদিনীকে বেলুনে চড়িয়ে একেবারে ছায়াপথের দিকে বেড়িয়ে নিয়ে আসা যেতে পারত। সাধারণতঃ কাল্পনিকেরা যখন কল্পনাক্ষেত্রের হাওয়া খেতে চায় তখন্ তারা পৃথিবী ছেড়ে হুস্ করে' উড়ে' এক আজ্‌গবি পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমার বন্ধুর পদ্ধতি অন্যরকম। তিনি তাঁর প্রবল ধূম্রশক্তির উপরে ফুল্ ফোর্স প্রয়োগ করে' পৃথিবীর সমস্ত মৃত্তিকাপিণ্ড একেবারে সঙ্গে করে' উড়িয়ে নিয়ে যান্। গুরু লঘু কিছুই ছাড়েন না। যখন এত উর্দ্ধে ওঠা গেছে যে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক হাওয়ায় আর নিশ্বাস চলে না, সেখানে তিনি হঠাৎ তাঁর থলির মধ্যে থেকে বৈজ্ঞানিক হাওয়া

বের করে' দিয়ে আশ্চর্য্য করে' দেন। যখন জগতের ডগার উপর চড়ে' আধ্যাত্মিক ভাবে একেবারে বিন্দুবৎ হ'য়ে মিশিয়ে গেছি, তখন তিনি কোথা থেকে তার গোড়াকার মৃত্তিকা তুলে' এনে আগা ও গোড়ার সামঞ্জস্য প্রমাণে প্রবৃত্ত হন। অন্যান্য কল্পনাবিহারীগণকে মাঝে মাঝে মেঘ থেকে হঠাৎ মাটির উপরে ধুপ্ করে' নেমে পড়তে হয় কিন্তু তাঁর সেই গুরুতর পতনের আবশ্যক হয় না। তিনি একই সময়ে স্বর্গমর্ত্ত্য গদ্যপদ্যর প্যারাডক্স্-লোকে ইন্দ্রত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এক কথায়, একদিকে তাঁর যেমন কাব্যাকাশে উধাও হ'য়ে ওড়বার উদ্যম, অন্যদিকে তেম্‌নি তন্ন তন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিটা অধিকাংশ সময়েই তাঁর চুরোটের পশ্চাতে ব্যাপৃত থাকে। তাঁর তামাকের থলি, সিগারেটের কাগজ এবং দেশালাইয়ের বাক্স মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হারাচ্চে, অসম্ভব স্থানে তার সন্ধান হচ্চে এবং সম্ভব স্থান থেকে তাকে পাওয়া যাচ্চে। পুরাণে পড়া যায়, ইন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হচ্চে, যিনি যজ্ঞ করেন বিঘ্ন ঘটিয়ে তাঁর যজ্ঞনাশ করা, যিনি তপস্যা করেন অপ্সরী পাঠিয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করা। আমার বোধ হয় সেই পরশ্রীকাতর ইন্দ্র আমার বন্ধুর বুদ্ধি বৃত্তিকে সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত করে' রাখ্‌বার অভিপ্রায়ে তাঁর কোন এক সুচতুরা কিন্নরীকে তামাকের থলি-

রূপে আমার বন্ধুর পকেটের মধ্যে প্রেরণ করেচেন। ছলনাপ্রিয় ললনার মত তাঁর সিগারেট মুহুর্মুহু কেবলি লুকোচ্চে এবং ধরা দিচ্চে এবং তাঁর চিত্তকে অহর্নিশি উদ্‌ভ্রান্ত করে' তুল্‌চে। আমি তাঁকে বারম্বার সতর্ক করে' দিয়েছি যে, যদি তাঁর মুক্তির কোন ব্যাঘাত থাকে সে তাঁর চুরোট। মহর্ষি ভরত মৃত্যুকালেও হরিণশিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন বলে' পরজন্মে হরিণশাবক হ'য়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আমার সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয়, আমার বন্ধু জন্মান্তরে ব্রহ্মদেশীয় কোন্ এক কৃষকের কুটীরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের ক্ষেত হ'য়ে উদ্ভূত হবেন। বিনা প্রমাণে তিনি শাস্ত্রের এ সকল কথা বিশ্বাস করেন না, বরঞ্চ তর্ক করে' আমারও সরল বিশ্বাস নষ্ট করতে চান এবং আমাকে পর্য্যন্ত চুরুট ধরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি।

২৭। ২৮ আগষ্ট। দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করে' সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিলেন। সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অসুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্ব্বল-মানুষের উপর তার প্রতিশোধ তুল্‌চেন। মন্দর পর্ব্বত কোথায় জানিনে এবং শেষ নাগ তদবধি পাতালে বিশ্রাম করচেন, কিন্তু সেই সনাতন মন্থনের ঘূর্ণী-বেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে তা' নরজঠরধারীমাত্রেই অনুভব করেন। যাঁরা করেন না তাঁরা

বোধ করি দেবতা অথবা অসুরবংশীয়। আমার বন্ধুটিও শেষোক্ত দলের অর্থাৎ তিনিও করেন না।

আমি মনে মনে তা'তে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। আমি যখন বিনম্রভাবে বিছানায় পড়ে' পড়ে' অনবরত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বর্ণনার সত্যতা সশরীরে সপ্রমাণ করছিলুম তিনি তখন স্বচ্ছন্দে আহারামোদে নিযুক্ত ছিলেন এটা আমার চক্ষে অত্যন্ত অসাধু বলে' ঠেকেছিল। শুয়ে শুয়ে ভাবতুম এক একটা লোক আছে শাস্ত্রবাক্য ব্রহ্মবাক্যও তাদের উপর খাটে না। প্রাচীন মন্থনের সমসাময়িক কালেও যদি আমার এই বন্ধুট সমুদ্রের কোথাও বর্ত্তমান থাক্‌তেন তাহলে লক্ষ্মী এবং চন্দ্রটির মত ইনিও দিব্য অনাময় সুস্থ শরীরে উপরে ভেসে উঠতেন, কিন্তু মন্থনকারী উভয় পক্ষের মধ্যে কার ভাগে পড়তেন আমি সে কথা বল্‌তে চাইনে।

কিন্তু রোগশয্যা ছেড়ে এখন "ডেকে" উঠে বসেচি, এবং শরীরের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেছে; এখন সমুদ্র এবং আমার সঙ্গীটির সম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্রীয় মত এবং অশাস্ত্রীয় মনোমালিন্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। এমন কি বর্ত্তমানে আমি তাঁদের কিছু অধিক পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

এ ক'টা দিন দিনরাত্রি কেবল ডেকেই পড়ে আছি। তিল মাত্র কাল বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নি।

রোগ কেটে গেছে কিন্তু সম্পূর্ণ বললাভ হয় নি শরী-রের এই রকম অবস্থার মধ্যে একটু মাধুর্য্য আছে। এই

সময়ে পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, সূর্য্যালোক সবসুদ্ধ সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যেন একটি নূতন পরিচয় আরম্ভ হয়। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছু কালের মত বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আবার যেন নবপ্রেমিকের মত উভয়ের মধ্যে মৃদু সলজ্জ মধুর ভাবে কথাবার্ত্তা জানা-শোনার অল্প অল্প সূত্রপাত হ'তে থাকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নববধূর মত নানা নূতন ভাবে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে, পুলকিত দেহ তার আদরের স্পর্শ প্রত্যেক রোম-কূপের দ্বারা যেন শোষণ করে' পান করতে থাকে।

সকল প্রকার সন্ধিস্থলের মধ্যেই একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে। দিনের মধ্যে যেমন উষা এবং সন্ধ্যা। বাল্য ও যৌবনের বয়ঃসন্ধিকাল কবি বিদ্যাপতি সমধিক আগ্রহের সহিত বর্ণনা করেছেন। প্রবাদ আছে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। এবং অনেকে বলে' থাকেন ধনের চেয়ে স্বচ্ছলতার মধ্যে বেশি আনন্দ আছে। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের চেয়ে রোগ ও স্বাস্থ্যের মধ্যবর্ত্তীকালে একটু বিশেষ সুখ আছে।

আজ কেদারায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে' বসে' এর একটা তত্ত্বনির্ণয় করেচি। ধনই বল, সুখই বল, স্বাস্থ্যই বল, তারা আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত না হলে আমরা তাকে ধন সুখ স্বাস্থ্য বলে স্বীকার করিনে। প্রতিদিনের সংসার যাতে চলে তার চেয়ে বেশি যার নেই তাকে আমরা ধনী বলি নে। সন্তোষ এবং সুখের মধ্যেও

প্রভেদ এই যে, একটি হচ্চে যথেষ্ট, আর একটি হচ্চে তারো বেশি। এবং দেহধারণের পক্ষে ঠিক যতটা আবশ্যক স্বাস্থ্য তার চেয়ে অনেক অধিক।

এই অতিরিক্ত সঞ্চয় হাতে থাকাতে আমরা কতকগুলি সুখ থেকে বঞ্চিত হই। প্রাত্যহিক অভাব প্রত্যহ মোচনের সুখ ধনী জানে না। তার চেয়ে ঢের বেশি অভাব মোচন না হলে ধনীর মনে তৃপ্তির উদয় হয় না। সুখের উত্তেজনায় যার রক্ত ফুটে উঠেছে, জগতের শত সহস্র সহজ আনন্দে তার চেতনা উদ্রেক করতে পারে না। তেমনি স্বাস্থ্যের বেগে যার শরীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে, শান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে কেবলমাত্র জীবনধারণের মধ্যে যে সুখটুকু আছে সে তাকে এক লম্ফে লঙ্ঘন করে' চলে' যায়।

ধনই হোক্, সুখই হোক্, স্বাস্থ্যই হোক্, যতটুকু আমাদের প্রাত্যহিক আবশ্যকে লাগে ততটুকু নিয়মিত কাজে ব্যাপৃত থাকে। তার অতিরিক্ত যেটুকু সেইটুকুই আমাদের অস্থির করে' তোলে। সে কিছুতে বেকার বসে' থাকতে চায় না। ধন ধনীকে কেবল প্রশ্ন করে, খাওয়া পরা ত হল, এখন কি কর্‌ব বল? সুখ বলে, প্রাত্যহিক জীবনটা ত একরকম নিঃশব্দে কাটচে, এখন তার উপরে একটা কিছু সমারোহ না করলে টিঁকতে পারিনে। স্বাস্থ্য বলে, আর কিছু যদি কর্‌বার না থাকে ত নিদেন হুহুঃশব্দে দুটো ডন্ ফেলে আসা যাক্।

সেই জন্যেই আমরা ভারতবাসীরা বলে' থাকি সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, অনুরাগের চেয়ে বৈরাগ্যে ঢের কম ল্যাঠা। ভিতর থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে খাটিয়ে মারবার কেউ থাকে না! সুখ দুর্ব্বলের জন্যে নয়, সুখ বলসাধ্য, সুখ দুঃখসাধ্য। অক্সিজেন প্রতিমুহূর্ত্তে যেমন আমাদের দগ্ধ করে' জীবন দেয়, মানসিক জীবনে সুখ সেইরকম আমাদের দাহ করতে থাকে। যৌবনে এই দাহ যেরকম প্রবল বার্দ্ধক্যে সেরকম নয়, এই জন্যে বৃদ্ধ জাতি এবং বৃদ্ধ লোকেরাই বলে' থাকেন, সন্তোষই যথার্থ সুখ অর্থাৎ তাপহ্রাসই যথার্থ জীবন।

য়ুরোপ মনুষ্যের নব নব অভাব সৃষ্টি করে' সেইটাকে মোচন করাকেই সুখ বলে, আমরা মনুষ্যের ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি চিরসঙ্গী আজন্ম-অভাবগুলিকেও খোরাক বন্ধ ও অন্যান্য কৌশল দ্বারা হ্রাস করে' বসে' থাকাকেই সন্তোষ বলি।

আমি সেই প্রাচীন ভারতসন্তান। পায়ের উপর একখানি কম্বল চাপিয়ে লম্বা চৌকির উপর হেলান্ দিয়ে ভারতমাতার আর একটি দুর্ব্বল সন্তানকে সাম্‌নে বসিয়ে প্রত্যূষ থেকে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ণ, অপরাহ্ণ থেকে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কখন স্বগত তত্ত্বালোচনা, কখন জনান্তিকে গল্প, কখন নিস্তব্ধ ভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকাকেই পরম সুখের অবস্থা মনে করচি। শরীরে যতটুকু তেজ

Imp. 4100, dt. 7/9/07
RARE BOOK

আছে তাতে কেবল এইটুকুমাত্রই সম্পন্ন হতে পারে। আর, ঐ ইংরাজের ছেলেগুলো আমাদের সম্মুখ দিয়ে অবিশ্রাম পায়চারী করে' করে' মোলো! তাদের অপরিমিত স্বাস্থ্য কিছুতেই তাদের বসে' থাকতে দিচ্চে না; পিছনে পিছনে তাড়া করে' নিয়ে বেড়াচ্চে। এই সময়ে আমরা আমাদের নিবৃত্তিসিংহাসনের উপরে রাজবৎ আসীন হয়ে ভারতবাসীর নিগুর্ণাত্মক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা অনুভব করচি। এবং মনে হচ্চে ইংরাজের ছেলেরাও আমাদের এই অটল ঔদাসীন্য, এই নিশ্চেষ্ট অনাসক্তি দেখে' নিজেদের হীনতা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারচে, তাই আরো ছট্‌ফট্‌ করে' বেড়াচ্চে।

কিন্তু বাহ্য আকৃতি থেকে আমাদের দুটিকে দিবসের পেচকের মত যতটা আধ্যাত্মিক দেখায়, আমাদের আলোচনাতে সকল সময়ে ততটা সাত্ত্বিক সৌরভ থকে না। সকলের জানা উচিত যদিচ আমরা ভারতসন্তান কিন্তু তবু আমাদের বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয় নি। এখনো আমাদের সন্ন্যাসাশ্রমের সময় আছে। এই বয়সেই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে বৈরাগ্য হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে' কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়—কিন্তু মনের মধ্যে এখনো কিঞ্চিৎ উত্তাপ আছে; এই জন্যে আমরা দুই যুবক গতকল্য রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত কেবল ষড়চক্র ভেদ, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা না করে' সৌন্দর্য্য,

প্রেম এবং নারীজাতির পরম কমনীয়তা সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করছিলুম এবং মনে করছিলুম আমাদের বয়সী যুবকদের পক্ষে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই জ্যাঠামি এবং সেটা কেবল আজকাল বাঙ্গলা দেশেই প্রচলিত হয়েচে। বলা বাহুল্য, আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে দুজনেই ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেছি, অতএব আমাদের এপ্রকার মনের ভাবকে যদি কেউ দূষণীয় জ্ঞান করেন তবে সেটা বিদেশী শিক্ষার দোষ বলে' জান্‌বেন। তাঁরা যে প্রকার শিক্ষা দিতে চান তাতে মনুষ্যসমাজ বাল্য যৌবন সম্পূর্ণ ডিঙ্গিয়ে একেবারে বার্দ্ধক্যের সুশীতল কূপের মধ্যে সমাহিত হয়ে বসে। জীবনসমুদ্রের অসীম চাঞ্চল্য তার মধ্যে স্থান পায় না।

২৯ আগষ্ট। আজ রাত্রে এডেনে পৌঁছব। সেখানে কাল প্রাতে জাহাজ বদল করতে হবে। সমুদ্রের মধ্যে দুটি একটি করে' পাহাড় পর্ব্বতের রেখা দেখা যাচ্চে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থাম্‌ল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাতের এক প্রান্তে চৌকি দুটি সংলগ্ন করে' আরামে বসে' আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্ব্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্য-বিজড়িত অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন-মরীচিকার মত লাগ্‌চে।

এমন সময় শোনা গেল এখনি নূতন জাহাজে চড়তে

হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিষ-পত্র যেমন তেমন করে' চর্ম্মপেটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন চার জনে দাঁড়িয়ে নির্দ্দয় ভাবে নৃত্য করে' বহুকষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল। ভৃত্যদের যথা-যোগ্য পুরস্কার দিয়ে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের বাক্স তোরঙ্গ বিছানাপত্র বহন করে' নৌকারোহণপূর্ব্বক নূতন জাহাজ "ম্যাসালিয়া" অভিমুখে চল্লুম।

অনতিদূরে মাস্তলকণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপা-লোকিত ক্যাবিনগুলির সুদীর্ঘশ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদ্ঘাটিত করে' দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতি প্রকাণ্ডকায় সহস্রচক্ষু জলজন্তুর মত স্থির সমুদ্রে জ্যোৎস্নালোকে নিস্তব্ধ ভাবে ভাস্‌চে। সহসা সেখান থেকে ব্যাণ্ড বেজে উঠ্‌ল। সঙ্গীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নানিশীথে মনে হ'তে লাগ্‌ল, অর্দ্ধরাত্রে এই আরবের উপকূলে আরব্য উপন্যাসের মত কি একটা মায়ার কাণ্ড ঘট্‌বে।

ম্যাসীলিয়া অষ্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে আস্‌চে। কুতূ-হলী নরনারীগণ ডেকের বারান্দা ধরে' সকৌতুকে নব-যাত্রীসমাগম দেখচে। কিন্তু সে রাত্রে নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাদেরই তিনজনের সব চেয়ে জিত। বহুকষ্টে জিনিষ-পত্র উদ্ধার করে' ডেকের উপর যখন উঠ্‌লুম মুহূর্ত্তের মধ্যে এক-জাহাজ দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হ'ল। যদি তার

কোন চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে' যেত। জাহাজটি প্রকাণ্ড। তার সঙ্গীতশালা এবং ভোজনগৃহের ভিত্তি শ্বেত প্রস্তরে মণ্ডিত। বিদ্যুতের আলো এবং ব্যাণ্ডের বাদ্যে উৎসবময়।

অনেক রাত্রে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

৩০ আগষ্ট। আমাদের এ জাহাজে ডেকের উপরে আর একটি দোতলা ডেকের মত আছে। সেটি ছোট এবং অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সেইখানেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

আমার বন্ধুটি নীরব এবং অন্যমনস্ক। আমিও তদ্রূপ। দূর সমুদ্রতীরের পাহাড়গুলো রৌদ্রে ক্লান্ত এবং ঝাপ্‌সা দেখাচ্চে, একটা মধ্যাহ্ন-তন্দ্রার ছায়া পড়ে' যেন অস্পষ্ট হয়ে এসেচে।

খানিকটা ভাব্‌চি, খানিকটা লিখ্‌চি, খানিকটা ছেলে-দের খেলা দেখ্‌চি। এ জাহাজে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে; আজকের দিনে যেটুকু চাঞ্চল্য সে কেবল তাদেরই মধ্যে। জুতো মোজা খুলে' ফেলে' তারা আমাদের ডেকের উপর কমলালেবু গড়িয়ে খেলা করচে— তাদের তিনটি দাসী বেঞ্চির উপরে বসে' নতমুখে নিস্তব্ধ-ভাবে শেলাই করে' যাচ্চে, এবং মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে যাত্রীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করচে।

বহুদূরে একআধটা জাহাজ দেখা যাচ্চে। যেতে যেতে

মাঝে মাঝে সমুদ্রে এক একটা পাহাড় জেগে উঠ্‌চে, অনুর্ব্বর কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনশূন্য। অন্যমনস্ক প্রহরীর মত সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে, সাম্‌নে দিয়ে কে আস্‌চে কে যাচ্চে তার প্রতি কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

এইরকম করে' ক্রমে সূর্য্যাস্তের সময় হল। "কাস্‌ল্‌ অফ্‌ ইণ্ডোলেন্স্‌" অর্থাৎ আলস্যের আলয়, কুঁড়েমির কেল্লা যদি কাকেও বলা যায় সে হচ্চে জাহাজ। বিশেষতঃ গরম দিনে, প্রশান্ত লোহিতসাগরের উপরে। অস্থির ইংরাজ-তনয়রাও সমস্ত বেলা ডেকের উপর আরাম-কেদারায় পড়ে' ভ্রূর উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবা-স্বপ্নে তলিয়ে রয়েচে। চল্‌বার মধ্যে কেবল জাহাজ চল্‌চে এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলস্বরে পাশ কাটিয়ে কোন মতে একটুখানি মাত্র সরে' যাচ্চে।

সূর্য্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমৎকার রং দেখা দিয়েচে। সমুদ্রের জলে একটি রেখামাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট্‌ জলরাশি যৌবন-পরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মত একেবারে নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অখণ্ড পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত থম্‌থম্‌ করচে। বৃহৎ সমুদ্র হঠাৎ যেমন একটা জায়গায় এসে থেমেচে যার ঊর্দ্ধে আর গতি নেই, পরিবর্ত্তন নেই; যা' অনন্তকাল অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি,

চরম নির্ব্বাণ। সূর্য্যাস্তের সময় ছিল আকাশের নীলিমার যে একটি সর্ব্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতলরেখায় বিস্তৃত করে' দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে' দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে' একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েচে। জলের যে চমৎকার বর্ণবিকাশ হয়েচে সে আকাশের ছায়া কি সমুদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্ত্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করে' তুলেচে।

সমুদ্র এবং আকাশের অসীম স্তব্ধতার মধ্যে এই আশ্চর্য্য বর্ণের উদ্ভাস দেখে' আমার কেবলি মনে হচ্চে এইটেকে ঠিক ব্যক্ত করতে পারি এমন ভাষা আমার কোথায়! কিন্তু আবার ভাবি, আবশ্যক কি? এ চঞ্চলতা কেন? বৃহৎকে ছোটর মধ্যে বেঁধে সংগ্রহ করে' নিয়ে যেতে হবে এ কি রকমের দুশ্চেষ্টা! এই দুর্গম দুর্লভ বাক্যহীন এবং অনির্ব্বচনীয় প্রকাণ্ড সুন্দরী প্রকৃতির একটি পকেট-সাইজের সুলভ সংস্করণ জেবের মধ্যে পূরতে না পারলে মনের ক্ষোভ মেটে না; মাঝের থেকে এই ছট্‌ফটানির জ্বালায় যতটুকু সহজে পাওয়া যেতে পারত তাও হাতছাড়া হয়।

কিন্তু তবু—সমুদ্র এবং আকাশের মাঝখানটি থেকে এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকুকে পারিজাতপুষ্পটির মত তুলে নিয়ে যদি আর একজনের হাতে না দিতে পারি তা হলে মনে হয় যেন সমস্ত নিষ্ফল হল। এই আলো এই শান্তি কেবল একা বসে' চেয়ে দেখ্‌বার এবং মুগ্ধ হবার জন্যে নয়, মানুষের উপর নিক্ষেপ করে' তাকে আচ্ছন্ন করে' তাকে সুন্দর করবার জন্যে। ঘরের মধ্যে আনবার জন্যে, লোকালয়ের উপরে বিস্তৃত করবার জন্যে, ভালবাসার লোকের মুখের উপরে ধরে' তাকে নূতন এবং সুন্দর আলোকে দেখ্‌বার জন্যে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে গেল। সকলে বেশভূষা পরিবর্ত্তন করে' সান্ধ্যভোজনের জন্যে সুসজ্জিত হতে গেল। আধঘণ্টা পরে আবার ঘণ্টা বাজ্‌ল। নরনারীগণ দলে দলে ভোজনশালায় প্রবেশ কর্‌লে। আমরা তিন বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র ছোট টেবিল অধিকার করে' বস্‌লুম। আমাদের সাম্‌নে আর একটি টেবিলে দুটি মেয়ে একটি উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে খেতে বসেচেন।

চেয়ে দেখ্‌লুম তাঁদের মধ্যে একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুল পরিমাণে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সহাস্য মুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত আছেন। তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ

আলো এবং পুরুষমণ্ডলীর বিস্মিত সকৌতুক দৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। একটা অনাবৃত আলোক-শিখা দেখে' দৃষ্টিগুলো যেন কালো কালো পতঙ্গের মত চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লম্ফ দিয়ে পড়ছে। এমন কি অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাই নিয়ে ঘরের সর্ব্বত্র একটা হাস্যকৌতুকের তরঙ্গ উঠেছে। অনেকেই সেই যুবতীর পরিচ্ছদটিকে "ইণ্ডেকোরাস্" বলে' উল্লেখ করচে। কিন্তু আমাদের মত বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআব্রু বেআদবীটা বোঝা একটু শক্ত। কারণ, নৃত্যশালায় এ রকম কিম্বা এর চেয়ে অনাবৃত বেশে গেলে কারো বিস্ময় উদ্রেক করে না। যেখানে সদ্যঃপরিচিত স্ত্রীপুরুষে পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে নিবদ্ধ হয়ে উন্মত্তের মত নৃত্য করে' বেড়ায় সেখানে ভদ্র কুলস্ত্রীদের শরীর থেকে লজ্জা এবং বসন অনেকটা পরিমাণে উন্মুক্ত করে' ফেলা যদি দোষের না হয় তবে এই ভোজন-সভাতে আপনার পূর্ণমঞ্জরিত দেহসৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে যাওয়া এম্নি কি দোষের!

কিন্তু বিদেশের সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভাল নয়। আমাদের দেশে দেখা যায় বাসর-ঘরে এবং কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে অন্য কোন সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে দূষ্য হত সন্দেহ নেই। সমাজে

যেমন নিয়মের বাঁধাবাঁধি থাকে তেম্‌নি মাঝে মাঝে ছুটো একটা ছুটিও থাকে; নইলে, পাছে চঞ্চল মানব-স্বভাব সমাজভিত্তির মধ্যে শত শত গোপন ছিদ্রপথ খনন করে! ইংরাজিতে যাকে "ফ্লার্টেশন্" বলে আমাদের সমাজে তা প্রচলিত নেই সুতরাং তার কোন নামও নেই, কিন্তু গৃহের মধ্যে এমন অনেকগুলি পরিহাসের স্থল রাখা হয়েছে যেখানে অনেক পরিমাণে সমাজনিয়মের সমাজ-সম্মত লঙ্ঘন চল্‌তে পারে। সেখানে যে রকম রসালাপপূর্ণ অভিনয় চলে তা' যে সকল সময়ে সুসম্বৃত সুশোভন তা বলা যায় না।

কিন্তু য়ুরোপীয়েরা যতই চেষ্টা করুক আবরণহীনতা সম্বন্ধে কিছুতেই আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এ সম্বন্ধে মানবের যতদূর সাধ্য আমাদের দেশে তার ত্রুটি হয় নি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপূর্ব্ব কারুকৌশলে আমাদের স্ত্রীসমাজে বসন থেকে আবরণের অংশ যতদূর সম্ভব ছাড়িয়ে ফেলা যেতে পারে তা ফেলা হয়েচে। বস্ত্র পরিধানের দ্বারা অঙ্গকে অনাবৃত করা বঙ্গ অন্তঃপুরে আশ্চর্য্য পরিণতি লাভ করেচে। কিন্তু একটা কথা বলা আবশ্যক; ইংরেজ মেয়েদের পক্ষে শরীরের উত্তরভাগ বিশেষরূপে অনাচ্ছন্ন করার মধ্যে একটা চেষ্টা চেতনা চাতুরী লক্ষিত হয়;—আমাদের মেয়েরা যে উলঙ্গতা পরিধান পূর্ব্বক অষ্টপ্রহর বিচরণ করে' থাকেন তার মধ্যে

কোন উদ্দেশ্য, চেষ্টা কিম্বা চেতনা নেই এই জন্যে আমাদের চোখে সেটা সচরাচর বিবসনতা বলে' ঠেকে না। অবশ্য, সময় বিশেষে তাঁরা, যে, দ্রুত হস্তক্ষেপে মস্তক বেষ্টন করে' প্রায় নাসিকার প্রান্তভাগপর্য্যন্ত ঘোমটা আকর্ষণ করে' দেন না এরকম ঘোরতর নির্লজ্জতার অপবাদ তাঁদের কেউ দিতে পারে না।

৩১ আগষ্ট। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে' উপরের ডেকে চৌকিতে বসে' সমুদ্রের বায়ু সেবন করচি, এমন সময় নীচের ডেকে খৃষ্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই শুষ্কভাবে অত্যন্ত মন্ত্র আউড়ে কলটেপা আর্গিনের মত গান গেয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তবু এই যে দৃশ্য—এই যে গুটিকতক চঞ্চল ছোট ছোট মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের ভক্তি উপহার প্রেরণ করচে, এ অতি আশ্চর্য্য।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এক একবার অট্টহাস্য শোনা যাচ্চে। গতরাত্রের সেই ডিনার-টেবিলের নায়িকাটি উপাসনায় যোগ না দিয়ে উপরের ডেকে বসে' তাঁরি একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন। মাঝে মাঝে উচ্চ হাস্য করে' উঠ্‌চেন, আবার মাঝে মাঝে গুন্‌গুন্ স্বরে ধর্ম্মসঙ্গীতেও যোগ দিচ্চেন। আমার মনে

হ'ল সরল ভক্তমণ্ডলীর মাঝখানে সয়তান পেটিকোট পরে' এসে মানবের উপাসনাকে পরিহাস করচে।

আজ আহারের সময় একটি নূতন সংবাদের সৃষ্টি করা গেছে। ছোট টেবিলটিতে আমরা তিন জনে ব্রেক্ফাষ্ট খেতে বসেছি। একটা শক্ত গোলাকার রুটির উপরে ছুরি চালনা কর্তে গিয়ে ছুরিটা সবলে পিছলে আমার বাম হাতের দুই আঙুলের উপর এসে পড়্ল। রক্ত চারদিকে ছিট্‌কে পড়ে' গেল। তৎক্ষণাৎ আহারে ভঙ্গ দিয়ে ক্যাবিনে পলায়ন করলুম। মনে এই আক্ষেপ হ'তে লাগল, এতখানি রক্তের অনর্থক অপব্যয় হল, অথচ স্বদেশ যেমন ছিল তেম্‌নি রইল, সাধারণ মানবেরও অবস্থার কোন উন্নতি হ'ল না, মাঝের থেকে এই ঘটনাটা যদি বাড়িতে ঘট্‌ত তা' হ'লে যে পরিমাণ স্নেহ শুশ্রূষা এবং ছিন্ন অঞ্চলখণ্ড আহত অঙ্গুলির চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট হত অদৃষ্টে তাও জুট্‌ল না। ইতিহাসে অনেক রক্তপাত লিপিবদ্ধ হয়েচে—আমার ডায়ারিতে আমার এই রক্তপাত লিখে রাখ্‌লুম;—ভাবী বঙ্গবীরদের কাছে গৌরবের প্রার্থী নই, বর্ত্তমান বঙ্গাঙ্গনাদের মধ্যে কেউ যদি একবার "আহা" বলেন!

১ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর আহারান্তে উপরের ডেকে আমাদের যথাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। মৃদু শীতল বায়ুতে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েচেন এবং দাদা অলসভাবে ধূমসেবন করচেন, এমন সময়ে নীচের ডেকে নাচের

বাজনা বেজে উঠল। সকলে মিলে' জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হল।

তখন পূর্ব্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে উদয় হচ্চে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্ব্বসীমান্তে চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ পড়ে' একটা অনাদি অনন্ত বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে' উঠেছে। চাঁদের উদয়পথের ঠিক নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্য্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌ঝিক্ করচে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মত আপন প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে নিঃশব্দে চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত হয়ে' উঠ্‌চে। আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে' ধরে' পাগলের মত তীব্র আমোদে ঘুরপাক্ খাচ্চে, হাঁপাচ্চে, উত্তপ্ত হয়ে' উঠ্‌চে, সর্ব্বাঙ্গের রক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে' মাথার মধ্যে ঘুরচে, বিশ্বজগৎ আদি সৃষ্টিকালের বাষ্পচক্রের মত চারিদিকে প্রবল বেগে আবর্ত্তিত হচ্চে। আশ্চর্য্য কাণ্ড! লোকলোকান্তরের নক্ষত্র স্থিরভাবে চেয়ে রয়েচে এবং দূরদূরান্তরের তরঙ্গ ম্লান চন্দ্রালোকে গম্ভীর সমস্বরে অনন্তকালের পুরাতন সামগাথা গান করচে। এই রজনীতে, এই আকাশের নীচে এবং এই সমুদ্রের উপরে কতকগুলি পরিচিত অপরিচিত নরনারী জুড়ি জুড়ি জড়াজড়ি করে' লাঠিমের মত অর্থহীন অন্ধবেগে ঘুর খাওয়াকে খুব একটা সুখ মনে

করচে। একটু লজ্জা নেই, সংযম নেই, চিন্তা নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা শোভন অন্তরাল নেই। আমার কাছে এই উন্মত্ত বর্ব্বরতা লেশমাত্র সুন্দর ঠেকে না। লজ্জা কি কেবলমাত্র কৃত্রিম নিয়ম! অনাত্মীয় স্ত্রীপুরুষ অকস্মাৎ ঘনিষ্ঠ বাহুবন্ধনে মুখে মুখে বক্ষে বক্ষে সম্বদ্ধ হ'তে কি একটা স্বাভাবিক আন্তরিক সুগভীর সঙ্কোচ অনুভব করে না! এমন কি, যে দেশে অসভ্যেরা বস্ত্রমাত্র পরে না সে দেশেও কি এই আদিম লজ্জাটুকু, প্রেমনীতির এই প্রথম অঙ্কুরটুকুও নেই!

২ সেপ্টেম্বর। সকালে ডেকে বেড়াবার সময় একটি ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বহুক্ষণ আলাপ হ'ল। ইনি ভারত রাজ-মন্ত্রণার একটি প্রধান আসন অধিকার করেন। প্রথমে য়ুরোপের সমাজসমস্যা সম্বন্ধে আমি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলুম, তার কতক কতক আমার ভূমিকাতে ব্যক্ত করা গেছে। সাহেব জনসংখ্যাবৃদ্ধি বশতঃ বেহার প্রভৃতি দরিদ্র দেশের ভাবী আশঙ্কা এবং কুলী-চালান সম্বন্ধে বাঙ্গালী কাগজের অনভিজ্ঞ চীৎকারের কথা বল্লেন; এবং দেশের ঐতিহাসিক প্রকৃতি আলোচনা করে' ভারতবর্ষে প্রতিনিধিতন্ত্র প্রচার সম্বন্ধে দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করলেন। আমি বল্লুম, দেখ সাহেব, প্রতিনিধি-তন্ত্রের জন্য যে আমরা আন্তরিক লালায়িত এরূপ কোন লক্ষণ দেখা যায় না; আসল কথা তোমরা সর্ব্বদা আমা-

দের প্রতি প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য এবং অবজ্ঞা দেখিয়ে থাকে সেইটেই আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে অসহ্য। অন্তরের মধ্যে সেই অপমান অনুভব করি বলে'ই আমরা জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে আজ এত চেষ্টা করচি। নইলে, তোমাদের জাতের স্বভাবটা যদি একটু নরম হ'ত, আমরা যদি তোমাদের কাছ থেকে যথার্থ ভদ্রতা, কথঞ্চিৎ সম্মান ও মনুষ্যোচিত সদয় ব্যবহার পেতুম তা হলে আমাদের শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে থেকে এরকম বেদনার স্বর শুন্‌তে পেতে না। আমাদের দেশের বর্ত্তমান প্রধান দুর্দ্দশা হচ্চে এই যে, যারা আমাদের আন্তরিক ঘৃণা করে তারাই আমাদের বলপূর্ব্বক উপকার করতে আসে। যারা আমাদের মানুষ জ্ঞান করে না, তারাই আমাদের শান্তি রক্ষা করে, লেখাপড়া শেখায়, সুবিচার করবার চেষ্টা করে। প্রতিদিন এরকম অবজ্ঞার দান গ্রহণ করতে বাধ্য হলে আমাদের আত্মসম্মান আর থাকে না। স্নেহের দানে হীনতা নেই। স্নেহের সম্পর্কে সহস্র অবিচার থাক্‌তে পারে কিন্তু অপমান নেই। ধনীগৃহের একটি অনাদৃত উপেক্ষিত আশ্রিতের মত আমরা পাকা কোঠায় থাকি, উদ্‌বৃত্ত পরমান্ন খাই, সুখ বিস্তর আছে কিন্তু হীনতার আর সীমা নেই; সে কেবলমাত্র আন্তরিক প্রীতিবন্ধনের অভাবে।

৩ সেপ্টেম্বর। আজ সকালেও সেই ভদ্রলোকটির

সঙ্গে আমার অনেক কথা হল। তিনি লর্ড ডাফারিনের বিদায়কালে তাঁর প্রতি বাঙ্গালী দেশহিতৈষীদের রূঢ় আচরণের অনেক নিন্দাবাদ করলেন।

বেলা দশটার সময় সুয়েজখালের প্রবেশমুখে এসে জাহাজ থাম্‌ল। চারিদিকে চমৎকার রঙের খেলা। পাহাড়ের উপর রৌদ্র, ছায়া এবং নীল বাষ্প। ঘননীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাতীরের রৌদ্রচ্ছটাময় গাঢ় পীত রেখা।

খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ সমস্ত দিন অতি ধীরগতিতে চল্‌চে। দু'ধারে তরুহীন বালি। কেবল মাঝে মাঝে এক একটি ছোট ছোট কোটাঘর বহুযত্নবর্দ্ধিত গুটিকতক গাছে-পালায় বেষ্টিত হয়ে বড় আরামজনক দেখাচ্চে।

অনেক রাতে আধখানা চাঁদ উঠ্‌ল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট ধূধূ করচে।—রাত দুটো তিনটের সময় জাহাজ পোর্ট্‌ সৈয়েদে নোঙর করলে।

৪ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে, য়ুরোপের অধিকারের মধ্যে। বাতাসও শীতল হয়ে' এসেচে, সমুদ্রও গাঢ়তর নীল। আজ রাত্রে আর ডেকের উপর শোওয়া হল না।

৫ সেপ্টেম্বর। বিকালের দিকে ক্রীট্‌ দ্বীপের তটপর্ব্বত দেখা দিয়েছিল। ডেকের উপর একটা ষ্টেজ্‌ বাঁধা হচ্চে। জাহাজে একদল নাট্যব্যবসায়ী যাত্রী আছে তারা অভিনয় করবে। অন্যদিনের চেয়ে সকাল সকাল ডিনার খেয়ে

নিয়ে তামাসা আরম্ভ হ'ল। প্রথমে জাহাজে অব্যবসায়ী যাত্রীর মধ্যে যাঁরা গানবাজনা কিঞ্চিৎ জানেন এবং জানেন না, তাঁদের কারো বা দুর্ব্বল পিয়ানো টিংটিং কারো বা মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে গান হল। তার পরে যবনিকা উদ্ঘাটন করে' নট নটী কর্ত্তৃক "ব্যালে" নাচ, সং নিগ্রোর গান, যাদু, প্রহসন অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল। মধ্যে নাবিকাশ্রমের জন্যে দর্শকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ হল।

৬ সেপ্টম্বর। খাবার ঘরে খোলা জান্‌লার কাছে বসে' বাড়িতে চিঠি লিখ্‌চি। একবার মুখ তুলে বামে চেয়ে দেখ্‌লুম "আয়োনিয়ান্" দ্বীপ দেখা দিয়েচে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ঠিক ধারেই মনুষ্যরচিত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি শ্বেত মৌচাকের মত দেখা যাচ্চে। এইটি হচ্চে জান্তিসহর (Zanthe)। দূরথেকে মনে হচ্চে যেন পর্ব্বতটা তার প্রকাণ্ড করপুটে কতকগুলো শ্বেত পুষ্প নিয়ে সমুদ্রকে অঞ্জলি দেবার উপক্রম করচে।

ডেকের উপর উঠে' দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝ-খান দিয়ে সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি। আকাশে মেঘ করে' এসেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের সর্ব্বোচ্চ ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেলে দিলে। পর্ব্বতের উপর অত্যন্ত নিবিড় মেঘ নেমে এসেছে; কেবল দূরে একটিমাত্র পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত সন্ধ্যালোকের

একটি দীর্ঘ রক্তবর্ণ ইঙ্গিত-অঙ্গুলি এসে স্পর্শ করেছে, অন্য সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ঝড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবেগ বৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুন্‌লুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্চি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জায়গাটা নাকি ভারি ঝোড়ো।

রাত্রে ডিনারের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিশি পৌঁছব। জিনিষ-পত্র বাঁধ্‌তে হবে।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিশি পৌঁছন গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠ্‌লুম।

গাড়ি যখন ছাড়্‌ল তখন টিপ্‌টিপ্‌ করে' বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে। আহার করে' এসে একটি কোণে জান্‌লার কাছে বসা গেল।

প্রথমে, দুইধারে কেবল আঙুরের ক্ষেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটলবিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বেঁটেখাটো রকমের; পাতাগুলো ঊর্দ্ধমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছ-গুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত দরিদ্র লক্ষ্মীছাড়া, বহু কষ্ট বহু চেষ্টায় কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে;

এক একটা এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েচে যে পাথর উঁচু করে' তাদের ঠেকো দিয়ে রাখ্‌তে হয়েচে।

বামে চষা মাঠ; শাদা শাদা ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথরের টুক্‌রো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক একটি ছোট ছোট সহর দেখা দিচ্চে। চর্চ্চচূড়া-মুকুটিত শাদা ধব্‌ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মত কোলের কাছে সমুদ্র দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাস্‌চে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত, ফলের ক্ষেত, জল্‌পাইয়ের বন; ক্ষেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া দেওয়া। মাঝে মাঝে এক একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে দুটো একটা সঙ্গীহীন ছোট শাদা বাড়ি।

সূর্য্যাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে' বসে' এক আধটা করে' মুখে দিচ্চি। এমন মিষ্ট টস্‌টসে, সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্ব্বে কখন খাইনি। মাথায় রঙীন্ রুমাল বাঁধা ঐ ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্চে, ইতালীয়ানীরা এখান-কার আঙুরের গুচ্ছের মত, অম্‌নি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য্য, যৌবনরসে অম্‌নি উৎপূর্ণ,—এবং ঐ আঙুরেরই মত তাদের মুখের রং—অতি বেশি শাদা নয়।

এখন একটা উচ্চ সমুদ্রতটের উপর দিয়ে চলেচি।

আমাদের ঠিক নীচেই ডানদিকে সমুদ্র। ভাঙ্গাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেচে। গোটা চার পাঁচ পালমোড়া নৌকা ডাঙ্গার উপর তোলা। নীচেকার পথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে' লোক চলেচে। সমুদ্রতীরে কতকগুলো গরু চরচে—কি খাচ্চে তারাই জানে;—মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শুক্‌নো খড়্‌কের মত আছে মাত্র।

রাত্রে আমরা গাড়ির ভোজনশালায় ডিনারে বসেছি, এমন সময় গাড়ি একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। এক দল নরনারী প্ল্যাটফর্ম্মে ভীড় করে' বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ভোজ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তারি মধ্যে গ্যাসের আলোকে দুটি একটি সুন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল, তা'তে করে' ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্তকে অনেকটা পরিমাণে বিক্ষিপ্ত কর্‌ছিল। ট্রেন্‌ ছাড়বার সময় আমাদের সহযাত্রীগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি রুমাল আন্দোলন, অনেক চুম্বন-সঙ্কেত প্রেরণ, তারস্বরে অনেক উল্লাসধ্বনি প্রয়োগ করলে; তারাও গ্রীবা আন্দোলনে আমাদের প্রত্যভিবাদন করতে লাগ্‌ল।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আস্‌ছিলুম আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চল্‌চে। চারিদিকে আঙুর, জলপাই, ভুট্টা ও তুঁতের ক্ষেত। কাল যে আঙুরের লতা দেখা গিয়েছিল

সে গুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মত। আজ দেখ্‌চি, ক্ষেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারি উপর ফলগুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেচে।

ক্রমে পাহাড় দেখা দিচ্চে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেচে, তারি মাঝ-খানে এক একটি লোকালয়।

রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটীর; এক হাতে তারি একটি দুয়ার ধরে' একহাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করচে। অনতিদূরে একটি ছোট বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গরুর গলার দড়িটি ধরে' নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। তার থেকে আমাদের বাঙ্গলা দেশের নব দম্পতির চিত্র মনে পড়ল। মস্ত একটা চষমা-পরা দাড়িওয়ালা গ্র্যাজুয়েট-পুঙ্গব, এবং তারি দড়িটি ধরে' ছোট একটি বারো-তেরো বৎসরের নোলকপরা নববধূ; জন্তুটি দিব্য পোষ মেনে চরে বেড়াচ্চে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিত নয়নে কর্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করচে।

ট্যুরিন্ ষ্টেশনে আসা গেল। এ দেশের সামান্য পুলিষ-ম্যানের সাজ দেখে অবাক্ হতে হয়। মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, বিস্তর জরিজরাও, লম্বা তলোয়ার,—সকল ক'টিকেই সম্রাটের 'জ্যেষ্ঠপুত্র বলে' মনে হয়। আমাদের দেশে এ

রকম জম্‌কালো পাহারাওয়ালা থাক্‌লে আমরা সর্ব্বদা ডরিয়ে ডরিয়ে আরো কাহিল হয়ে যেতুম।

দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা দিয়েচে। বামে ঘনচ্ছায়া স্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্চে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্ব্বত সমেত এক একটা নব নব আশ্চর্য্য দৃশ্য খুলে যাচ্চে। পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তলদেশে এক একটি ছোট ছোট গ্রাম। যত এগোচ্চি অরণ্যপর্ব্বত ক্রমশঃ ঘন হয়ে আস্‌চে। মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আস্‌চে সেগুলি তেমন উদ্ধত শুভ্র নবীন পরিপাটি নয়; একটু যেন ম্লান দরিদ্র নিভৃত; একটি আধ্‌টি চর্চ্চের চূড়া আছে মাত্র; কিন্তু কল কারখানার ধূমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত ঊর্দ্ধমুখী ইষ্টকশুণ্ড নেই।

ক্রমে অল্পে অল্পে পাহাড়ের উপরে ওঠা যাচ্চে। পার্ব্বত্যপথ সাপের মত এঁকে বেঁকে চলেচে; ঢালু পাহাড়ের উপর চষাক্ষেত সোপানের মত থাকে থাকে উঠেচে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সঙ্কীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে' পড়চে।

গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এখনি মণ্ট্‌ সেনিসের বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। গহ্বরটি উত্তীর্ণ হতে প্রায় আধঘণ্টা লাগ্‌ল।

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে

চলেচে। ফরাসী জাতির মত দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্সিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক নির্ম্মল এবং শিশুস্বভাব।

ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্ম্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে' গেল আমাদের মাশুল দেবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে কি না—আমরা বল্লুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইংরাজ বল্লেন, I don't parlez-vous francais.

সেই স্রোত এখনো আমাঁদের ডান দিক দিয়ে চলেচে। তার পূর্ব্বতীরে "ফার্" অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকে চুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে' পাথরগুলোকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড়বার চেষ্টা করচে। মাঝে মাঝে এক একটা লোহার সাঁকো মুষ্টি দিয়ে তার ক্ষীণ কটিদেশ পরিমাপ করবার চেষ্টা করচে। এক জায়গায় জলরাশি খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে; দুই তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় বেষ্টন করে' দুরন্ত স্রোতকে অন্তঃপুরে বন্দী করতে বৃথা চেষ্টা করচে। উপর থেকে ঝরণা এসে সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশ্‌চে। বরাবর পূর্ব্বতীর দিয়ে একটি পার্ব্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সঙ্কীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে এক একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্র রেখাঙ্কিত পাষাণ-কঙ্কাল প্রকাশ করে' নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে; কেবল তার মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় খানিকটা করে' অরণ্যের খণ্ড আবরণ রয়েচে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র হিংস্র নখের বিদারণ-রেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক্ অনেকখানি করে' আঁচ্ড়ে ছিঁড়ে নিয়েচে।

আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্ব্বসঙ্গিনী মুহূর্ত্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে, একবার অন্তরালে। ফরাসী ললনার মত বিচিত্র কৌতুকচাতুরী। আবার হয় ত যেতে যেতে কোন্ এক পর্ব্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচম্‌কা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে' গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাক সব্‌জি। মনে হয় কেবলি বাগানের পর বাগান আস্‌চে। এই কঠিন পর্ব্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে' তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেচে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্চে। এদেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালবাস্‌বে তার আর কিছু আশ্চর্য্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার

করে' নিয়েচে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসচে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান প্রদান চল্‌চে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে আর একদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীন ভাবে শুয়ে—য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে' রেখেচে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে ত কিসের জন্যে দেবে! এই প্রেয়সীর প্রতি কেউ তিলমাত্র হস্তক্ষেপ কর্‌লে কি আর সহ্য হয়? আমরা ত জঙ্গলে থাকি; খাল বিল বন বাদাড় ভাঙ্গারাস্তা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি। ক্ষেত থেকে দু'মুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভরে' শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাঁকের মধ্যে নেমে চিংড়িমাছ ধরে' আনে, প্রাঙ্গণের গাছ থেকে গোটাকতক তেঁতুল পাড়ি, তার পরে শুক্‌নো কাঠকুট্‌ সংগ্রহ করে' একবেলা অথবা দু'বেলা কোন রকম করে' আহার চলে' যায়; ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থিকঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে' থাকি, গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্ক-কুণ্ডের হরিদ্বর্ণ জলাবশেষ থেকে উঠে এসে ওলাউঠা যখন আমাদের গৃহ আক্রমণ করে তখন ওলা দেবীর পূজা দিই, এবং অদৃষ্টের দিকে কোটর-প্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ

করে' দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি। আমরা কি আমাদের দেশকে পেয়েছি না পেতে চেষ্টা করেছি? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য করে' এখানে কেবল অনিচ্ছুক পথিকের মত যেখানে সেখানে পড়ে' থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে বিশ পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।

কিন্তু এ কি চমৎকার চিত্র! পর্ব্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপ্লার-উইলোবেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালবাসা পাচ্চে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালবাস্‌চে। মানুষের মত জীবের এইত যোগ্য আবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দ্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে' না তুল্‌তে পারে তবে তরুকোটর গুহাগহ্বর বনবাসী জন্তুর সঙ্গে তার প্রভেদ কি?

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাব্‌বার প্রস্তাব হচ্চে। কিন্তু আমাদের এই ট্রেন্ প্যারিসে যায় না—একটু পাশ কাটিয়ে যায়। প্যারিসের একটি নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে স্পেশল ট্রেন্ প্রস্তুত রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ্ করা গেল।

রাত দু'টোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন বদল করতে হবে। জিনিষপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। অনতিদূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবল-

মাত্র একটি এঞ্জিন্, একটি ফাষ্টক্লাস্ এবং একটি ব্রেক্‌ভ্যান্। আরোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের সময় প্যারিসের জনশূন্য বৃহৎ ষ্টেশনে পৌঁছন গেল। সুপ্তোত্থিত দুই একজন "ম্যসিয়" আলো হস্তে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম করে' নিদ্রিত কাষ্টম্ হৌস্‌কে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস্ তার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে' স্তব্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে রেখে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল ট্যার্মিনুতে আমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুচ্চজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা; বিহগপক্ষসুকোমল শুভ্র শয্যা।

বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শয়নের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গেল আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে আর এক জনের ওভারকোট্ গাত্রবস্ত্র। আমরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিষ চিনিনে; সুতরাং হাতের কাছে যে-কোন অপরিচিত বস্তু পাওয়া যায় সেইটেই আমাদের কারো-না-কারো স্থির করে' অসংশয়ে সংগ্রহ করে' আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিষ পৃথক্ করে' নেবার পর যখন দুটো চারটে উদ্বৃত্ত সামগ্রী পাওয়া যায়, তখন তা' আর পূর্ব্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোন সুযোগ থাকে না। ওভারকোট্‌টি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েচে; যার কোট্ সে

বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্রতীরস্থ ক্যালে নগরীর নিকটবর্ত্তী হয়েচে। লোকটি কে, এবং সমস্ত বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায়, আমরা কিছুই জানিনে। মাঝের থেকে তার লম্বা কুর্ত্তি এবং আমাদের পাপের ভার স্কন্ধের উপর বহন করে বেড়াচ্চি—প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ। মনে হচ্চে, একবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলুম এ কুর্ত্তিটিও তার। কারণ, রেলগাড়িতে সে ঠিক আমাদের পরবর্ত্তী শয্যা অধিকার করেছিল। সে বেচারা বৃদ্ধ, শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু, অ্যাংলো-ইণ্ডিয় পুলিস্ অধ্যক্ষ। পুলিসের কাজ করে' মানবচরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে, তার পরে যখন দেখ্‌বে এক যাত্রায় একই রকম ঘটনা একই লোকের দ্বারা গভীর রাত্রে দুই দুইবার সংঘটন হল তখন আর যাই হোক্ কখনই আমাকে সে ব্যক্তি সুশীল সচ্চরিত্র বলে ঠাওরাবে না। বিশেষতঃ কাল প্রত্যুষে ব্রিটিশ্ চ্যানেল্ পার হবার সময় তীব্র শীতবায়ু যখন তার হৃতকুর্ত্তি জীর্ণ দেহকে কম্পান্বিত করে' তুল্‌বে তখন সেই সঙ্গে মনুষ্যজাতির সাধুতার প্রতিও তার বিশ্বাস চতুর্গুণ কম্পিত হতে থাক্‌বে।

৯ সেপ্তেম্বর। প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বেশ পরিবর্ত্তন করবার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যাণ্টো পাওয়া যাচ্চে না। আমরা যে তিনটি লোক পৃথিবী পর্য্য-

টনে বেরিয়েছি, তিনজনেই প্রায় সমান। আমার বোধ হচ্ছে, মাসতিনেক পরে যখন জন্মভূমিতে ফিরব তখন দেখ্‌তে পাব আমাদের নিজের আবশ্যকীয় যে ক'টি জিনিষ সঙ্গে এনেছিলুম তার একটিও নেই এবং পরের অনাবশ্যক স্তূপাকার জিনিষ কোথায় রাখ্‌ব স্থান পাচ্ছিনে, মাশুল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছি এবং মাঝে মাঝে অসহ্য ব্যাকুল হয়ে ভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রে বহুব্যয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্চি।

যাহোক্ পুলিসে সংবাদ দিয়ে প্রাতঃকালে আমরা তিন জনে প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্ত্তি ফোয়ারা লোক-জন গাড়িঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে' অল্প আহার করে' এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল্ স্তম্ভ দেখ্‌তে গেলেম। এই লোহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক কাননের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চড়ে' এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিয়ে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড় ম্যাপের মত প্রসারিত দেখ্‌তে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে' একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষু দ্বারা বহির্ভাগ লেহন করে' প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, ধনীগৃহের মেয়েদের মত বন্ধ পাল্কির মধ্যে থেকে গঙ্গাস্নান করার মত—কেবল নিতান্ত তীরের কাছে

একটা অংশে এক ডুবে যতখানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

হোটেলে এসে দেখ্‌লুম পুলিষের সাহায্যে বন্ধুর পোর্টম্যান্টো ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনো সেই পরের হৃত-কোর্ত্তা সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি।

১০ সেপ্টেম্বর। লণ্ডন অভিমুখে চল্লুম। সন্ধ্যার সময় লণ্ডনে পৌঁছে দুই একটি হোটেল অন্বেষণ করে' দেখা গেল স্থানাভাব। অবশেষে একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ সেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধু-দের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে, লণ্ডনের মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনিনে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বল্লে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় থাকেন? সে বল্লে, আমি জানিনে, আপনারা ঘরে এসে বসুন আমি জিজ্ঞাসা করে আস্‌চি। পূর্ব্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখ্‌লুম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই —সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণবাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে

দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোন্ এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। ভারি নিরাশ হৃদয়ে আবার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলুম।

মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেচি। আমাদের সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করলুম– আমার সেই অমুক এখানে আছে ত? দ্বারী উত্তর করলে—না—সে অনেক দিন হল চলে গেছে।—চলে গেছে? সেও চলে গেছে! আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-সুদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবেত সেই সমস্ত জানা লোকেরা আর কেহ কারো ঠিকানা খুঁজে পাবে না! জগতের কোথাও তাদের আর নির্দ্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবচি এমন সময়ে বাড়ির কর্ত্তা বেরিয়ে এলেন—জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে হে! আমি নমস্কার করে' বল্লুম, আজ্ঞে, আমি কেউ না, আমি বিদেশী।—কেমন করে' প্রমাণ করব এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল! একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছ-গুলো কত বড় হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই ঘর এবং সেই আর একটা ঘর। আর সেই যে ঘরের সম্মুখে বারান্দায়

উপর ভাঙ্গা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে হয়ত ঠিক তেমনি রয়ে গেছে তাদের সরিয়ে ফেল্‌তে কারো মনেও পড়েনি!

আর বেশিক্ষণ কল্পনা করবার সময় পেলুম না। আমাদের গাড়ি মিস্ শ-য়ের বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল। গিয়ে দেখ্‌লুম তিনি নির্জ্জনগৃহে বসে' একটি পীড়িত কুক্কুর শাবকের সেবায় নিযুক্ত আছেন। জল বায়ু, পরস্পরের স্বাস্থ্য এবং কালের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত শিষ্টালাপ করা গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে, লণ্ডনের সুরঙ্গপথে যে পাতালবাষ্পযান চলে, তাই অবলম্বন করে' বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখ্‌তে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সফল হয় না। আমরা দুই ভাই ত গাড়িতে চড়ে' বেশ নিশ্চিন্ত বসে' আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামার্‌স্মিথ্ নামক দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়ে থাম্‌ল তখন আমাদের বিশ্বস্ত চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাদের গম্যস্থান যেদিকে এ গাড়ির গম্যস্থান সেদিকে নয়। পুনর্ব্বার তিনচার ষ্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য ষ্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাইনে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা টিফিন

খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দুটি ভাই লিভিংষ্টোন অথবা ষ্ট্যান্‌লির মত ভৌগোলিক আবিষ্কারক নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষর খ্যাতি উপার্জ্জন করতে চাই ত নিশ্চয়ই অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে তিনি যতই কল্পনার চর্চ্চা করুন না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লণ্ডনের পাণ্ডা-পদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়িনে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে এ রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু, ভাগ্যিস্ আছে!

আজ বন্ধুসহায় হয়ে নিশ্চিন্ত মনে সহর ঘোরা গেল। ন্যাশনাল্ গ্যালারিতে ছবি দেখ্‌তে গেলুম। বড় ভয়ে ভয়ে দেখ্‌লুম। কোন ছবি পুরোপুরি ভাল লাগতে দিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। সন্দেহ হয়, কোন প্রকৃত সমজ্‌দারের এ ছবি ভাল লাগা উচিত কি না। আবার যে ছবি ভাল লাগে না তার সম্বন্ধেও মুখ ফুটে' কোন কথা বল্‌তে পারিনে।

১৫ সেপ্টেম্বর। স্যাভয় থিয়েটারে "গণ্ডোলিয়ার্স" নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।

আলোকে সঙ্গীতে, সৌন্দর্য্যে, বিবিধ বর্ণবিন্যাসে, দৃশ্যে, নৃত্যে, হাস্যে, কৌতুকে মনে হল একটা কোন্ কল্পরাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্ত্তক নর্ত্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; সেখানে আমার মনে হল আমার চারিদিকে যেন কিছুক্ষণ ধরে' কিন্নরলোক থেকে সৌন্দর্য্যের অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল। যেন, হঠাৎ এক সময়ে একটা উন্মাদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে' সুন্দর নরনারীর একটা উলট্-পালট্ ঢেউ উঠেছে—তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সঙ্গীত এবং উৎফুল্ল নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গীতে চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়চে।

১৬ সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের গৃহস্বামিনীর কুমারী কন্যা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্ব্বশ্রুত সুর পিয়ানোয় বাজাচ্ছিলেন; তাই শুনে আমার গৃহ মনে পড়তে লাগ্‌ল! সেই ভারতবর্ষের রৌদ্রালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ এবং পিয়ানো যন্ত্রে এই স্বপ্নবহ পরিচিত সঙ্গীতধ্বনি।

১৭ সেপ্টেম্বর। যে দুর্ভাগার শীতকোর্ত্তা আমরা বহন করে' করে' বেড়াচ্চি, ইণ্ডিয়া আপিস যোগে সে আমাদের একটি পত্র লিখেছে—আমরাই যে তার গাত্রবস্ত্রটি সংগ্রহ করে' এনেছি সে বিষয়ে পত্রলেখক নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছে; তার সঙ্গে "ভ্রম ক্রমে" বলে' একটা শব্দ যোগ করে দিয়েছিল; কিন্তু সেটা আমার মনে হল

মৌখিক শিষ্টতা মাত্র। একটা সন্তোষের বিষয় এই, যার কম্বল নিয়েছিলুম এটা তার নয়। ভ্রমক্রমে দুবার এক-জনের গরম কাপড় নিলে ভ্রম সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন হত।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন ত আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার বিশ্বাস, ইংরাজ মেয়ের মত সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট নির্ম্মল নীলনেত্র ;—দেখে' পথকষ্ট দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়িরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, এবং প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। তাই যদি না লাগ্‌ত বিধাতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। ঈফেল্ স্তম্ভের চতুর্থ চূড়াও আমার তেমন আশ্চর্য্য বোধ হয় না, একখানি সুন্দর মুখের সুমিষ্ট হাসি যেমন লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে' হাসা মানুষের যেন একটি পরমাশ্চর্য্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এদেশে এসে কিছু বাহুল্য পরিমাণে দেখ্‌তে পাই। এমন অনেক সময়ে হয়, রাজপথে কোন নীলনয়না পান্থরমণীর যেমন সম্মুখবর্ত্তী হই অম্‌নি সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সম্বরণ

করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে বলে' দিতে ইচ্ছা করে, "সুন্দরি, আমি হাসি ভালবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিম্বাধরের উপর হাসি যতই সুমিষ্ট হোক না কেন, তারো একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ বুদ্ধিমান জীব। হে নীলাঞ্জনয়নে, আমি ত ইংরাজের মত অসভ্য খাটো কুর্ত্তি এবং অসঙ্গত লম্বা ধুচুনি টুপি পরিনে, তবে হাস কি দেখে'? আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ—কিন্তু এটা আমি খুব জোর করে বল্‌তে পারি বিদ্রূপের তুলি দিয়ে বিধাতাপুরুষ আমার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রংটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে' হাসি পায় তাহলে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্যরসসম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা যাকে "হিউমার্' বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। দেখেছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালী মেখে কাফ্রি সেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনক-কেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্ব্বরতা বলে' বোধ হয়।"

২২ সেপ্টেম্বর। আজ সন্ধ্যার সময় গোটাকতক বাঙ্গালা গান গাওয়া গেল। তার মধ্যে গুটি দুই তিন এখানকার শ্রোত্রীগণ বিশেষ পছন্দ করেছেন। আশা

করি, সেটা কেবলমাত্র মৌখিক ভদ্রতা নয়। তবে চাণক্য বলেচেন "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" এঁরা একে স্ত্রীলোক, তাতে আবার আমাদের রাজকুল ইংরাজকুলও বটেন।

২৩ সেপ্টেম্বর। আজকাল সমস্ত দিনই প্রায় জিনিষপত্র কিনে দোকানে দোকানে ঘুরে কেটে যাচ্চে। বাড়ি ফিরে এলেই আমার বন্ধু বলেন, এস বিশ্রাম করি গে। তার পরে আমরা খুব সমারোহের সহিত বিশ্রাম করতে যাই। শয়নগৃহে প্রবেশ করে' আমার বান্ধব অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন, আমি পার্শ্ববর্ত্তী একটি সুগভীর কেদারার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসি। তার পরে, আমরা কোন বিদেশী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি, না হয়, দুজনে মিলে' জগতের যত কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাই। আজ কাল এই ভাবে এতই অধিক বিশ্রাম করচি, যে, কাজের আর তিলমাত্র অবকাশ থাকে না। ড্রয়িংরুমে ভদ্রলোকেরা গীতবাদ্য সদালাপ করেন, আমরা তার সময় পাইনে, আমরা বিশ্রামে নিযুক্ত। শরীর রক্ষার জন্যে সকলে কিয়ৎকাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি করে থাকেন, সে হ'তেও আমরা বঞ্চিত, আমরা এত অধিক বিশ্রাম করে' থাকি। রাত দুটো বাজ্‌ল, আলো নিবিয়ে দিয়ে সকলেই আরামে নিদ্রা দিচ্চে, কেবল আমাদের দুই হতভাগ্যের ঘুমোবার

অবসর নেই, আমরা তথনো অত্যন্ত দুরূহ বিশ্রামে ব্যস্ত।

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটখাট একজিবিশ্‌ন দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। শুন্‌লুম, এটা প্যারিস্ একজিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালায় প্রবেশ করে, কারোলু ড্যুরাঁ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকররচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখ্‌লুম। কি আশ্চর্য্য সুন্দর! সুন্দর মানবশরীরের মত সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই! আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্ত্যের এই চরম সৌন্দর্য্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্ব্বশেষ কীর্ত্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই ছবিখানি দেখ্‌লে চেতনা হয় পশু মানুষ বিধাতার স্বহস্তরচিত একটি মহিমাকে বিলুপ্ত করে' রেখেচে, এবং চিত্রকর মনুষ্যরচিত অপবিত্র আবরণ উদ্‌ঘাটন করে' সেই দিব্য সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য আভাস দিয়ে দিলে। যবনিকার এক প্রান্ত তুলে ধরে' বল্লে, দেখ, তোমরা কোন্ লক্ষ্মীকে অন্ধকারে নির্ব্বাসিত করে' রেখেছ! এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে সেই অশরীর-সুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদ্যস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য্য

যে বড় সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা' বল্‌তে পারিনে—কিন্তু এতে আরো অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারীপ্রকৃতি, একটি অমর-সুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারি দিব্য লাবণ্য এর সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌চে। দূর থেকে চকিতের মত মানব-অন্তঃকরণের সেই অনির্ব্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল!

২৭ সেপ্টেম্বর। আজ লাইসীয়ম্ নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট্ রচিত "ব্রাইড্ অফ্ লামার্‌মূর" উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর নিতান্ত অস্পষ্ট উচ্চারণ এবং অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী, কিন্তু তৎসত্বেও তিনি কি এক নাট্যকৌশলে ক্রমশঃ অলক্ষ্যে দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।

আমাদের সম্মুখবর্ত্তী একটি বক্সে দুটি মেয়ে বসেছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দূরবীন আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁৎ সুন্দর ছোট মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুল্‌চে—বেশভূষার আড়ম্বর নেই। অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল ষ্টেজের আলো জল্‌ছিল এবং সেই আলো ষ্টেজের অনতিদূরবর্ত্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল—তখন তার আলোকিত সুন্দর সুকুমার মুখের

রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জ্জনা করবেন—অভিনয়কালে বারবার সেদিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দূরবীন কষাটা আমার আসে না। নির্লজ্জ স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসঙ্কোচে দূরবীন প্রয়োগ করা নিতান্ত রূঢ় মনে হয়। এদের মধ্যে কতকগুলো অভদ্র প্রথা আছে—যত কালই এদের সংসর্গে থাকি সেগুলো আমাদের যেন অভ্যাস হয়ে না যায়! যেমন ঘূর্ণী নাচ—বিশেষতঃ ওয়াণ্ট্‌জ্‌, মেয়েদের নাচবস্ত্র, পুরুষদের খাটো কূর্ত্তি, নাট্যশালায় দূরবীন কষা, নিমন্ত্রণসভায় কাউকে গানবাজনায় প্রবৃত্ত করে' দিয়ে গল্প জুড়ে দেওয়া।

২ অক্টোবর। একটি গুজরাটীর সঙ্গে দেখা হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পথ জাহাজের ডেকে চড়ে' এসেচেন। তখন শীতের সময়। মাছ মাংস খান না। সঙ্গে চিঁড়ে শুষ্ক ফল প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ থেকে শাক সব্‌জি কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরাজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীত বস্ত্র অধিক নেই। লণ্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজের ভোজনশালা আছে সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা হয়। যেখানে যা' কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে' বেড়ান। বড় বড় লোকের সঙ্গে অসঙ্কোচে সাক্ষাৎ করেন। কিরকম

করে' কথাবার্ত্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডিনাল্ ম্যানিঙের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে' আসেন। ইতিমধ্যে একজিবিশনের সময় প্যারিসে দুই মাস যাপন করে' এসেচেন এবং অবসরমত অ্যামেরিকায় যাবার সঙ্কল্প করচেন। ভারতবর্ষে এঁকে আমি জান্তুম। ইনি বাঙ্গালা শিক্ষা করে' অনেক ভাল বাঙ্গলা বই গুজরাটিতে তর্জ্জমা করেচেন। এঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নেই। ভ্রমণ করা, শিক্ষা করা, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এঁর একমাত্র কাজ। লোকটি অতি নিরীহ, শীর্ণ, খর্ব্ব, পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন। এঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠচিনে। বল্‌তে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভাল লাগচে না। সেটা গর্ব্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ৎ সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য পড়ে'। অতএব সেটা হচ্চে 'আইডিয়াল্' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার যো নেই। তিন মাস, ছ'মাস কিম্বা ছ'-বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল

হাতপা নাড়া দেখ্‌তে পাই মাত্র। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চল্‌চে ফিরছে, যাচ্ছে আস্‌চে, খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র যতই আশ্চর্য্য হোক্ না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিস্ময়ের আনন্দ চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না বরং তাতে মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আচ্ছা ভালরে বাপু, আমি মেনে নিচ্চি তুমি মস্ত সহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে' মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা কর্‌তে পারি, সহজে ভালবাস্‌তে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তাহলে আপনার স্বজাতীয়কে দেখে' এস্থানকে আর প্রবাস বলে' মনে হত না। কিন্তু তোমাদের সাহিত্যের মধ্যে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় তোমাদের সমাজের মধ্যে তাদের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। কারণ সাহিত্যে সমস্ত বাহ্যাবরণ দূর করে' অন্তরঙ্গ মানুষটিকে টেনে এনে বিনা ভূমিকায় এবং বিনা পরিচয়পত্রে মিলন করিয়ে দেয়। তখন ভ্রম হয় ইংলণ্ডে পদার্পণ করবামাত্রই এই সব মানুষের সঙ্গে বুঝি পথে

ঘাটে সম্মিলন হবে। কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরাজ, কেবল বিদেশী ;—তাদের চালচলন ধরণধারণ যা কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে, যা চিরকেলে পুরাতন সেটা ঢাকা পড়ে' থাকে ; সেই জন্যে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হতে থাকে কিন্তু প্রণয় হয় না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়চে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড় বড় থালা সুমিষ্ট লেহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট সম্ভাষণের পর শৃগাল বল্লে "ভাই, এস, আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্!" বলেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে থালার মধ্যে যতই ঠোকর মারে মুখে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গাম্ভীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সরোবরকূলের ধ্যানে নিমগ্ন হল। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষ-পাত করে' বলছিল "ভাই খাচ্চ না যে! এ কেবল তোমাকে মিথ্যা কষ্ট দেওয়াই হল। তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি!" বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল "আহা সে কি কথা! রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে! কিন্তু শরীরগতিকে আজ আমার কেমন ক্ষুধা বোধ হচ্চে না!" পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়ে দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে'

লোভ হয় কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুখ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে লম্বচঞ্চুচালনা করে' ভোজনে প্রবৃত্ত হল। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্রলেহন এবং দুটো একটা উৎক্ষিপ্ত খাদ্যখণ্ডের স্বাদগ্রহণ করে' নিতান্ত ক্ষুধাতুর ভাবে বাড়ি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেইরকম। খাদ্যটা উভয়ের পক্ষে সমান উপাদেয় কিন্তু পাত্রটা তফাৎ। ইংরাজ যদি শৃগাল হয় তবে তার সুবিস্তৃত শুভ্র রজত থালের উপর উদ্ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষে দর্শন করেই আমাদের ক্ষুধিতভাবে চলে' আস্‌তে হয়, আর আমরা যদি তপস্বী বক হই, তবে আমাদের সুগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কি আছে শৃগাল তা ভাল করে' চক্ষেও দেখ্‌তে পায় না—দূর থেকে ঈষৎ ঘ্রাণ নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচার ব্যবহার তার নিজের পক্ষে সুবিধা কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা। এই জন্য ইংরাজসমাজ যদিও বাহ্যতঃ সাধারণসমক্ষে উদ্ঘাটিত কিন্তু আমরা চঞ্চুর অগ্রভাগ-টুকুতে তার দুই চার ফোঁটার স্বাদ পাই মাত্র, ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারিনে। সর্ব্বজাতীয় ভোজ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেখানে, যার লম্বা চঞ্চু সেও বঞ্চিত হয় না, যার লোল জিহ্বা সেও পরিতৃপ্ত হয়।

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হোক্ বা না হোক্,

এখানকার লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-য়ু-ডু বলে', হাঁ করে' রাস্তায় ঘাটে পর্য্যটন করে', থিয়েটার দেখে', দোকান ঘুরে', কল-কারখানার তথ্য নির্ণয় করে'—এমন কি, সুন্দর মুখ দেখে' আমার শ্রান্তি বোধ হয়েচে। কেবলমাত্র গতি, কোলাহল, সমারোহ অবস্থাবিশেষে ভাল লাগতে পারে। যদি কখনো জীবন মনের নিতান্ত জড়ভাব উপস্থিত হয় তখন তাকে বাহিরের অবিশ্রাম আঘাতে সচেতন করে' ঈষৎ জীবনের উত্তাপ দান করতে পারা যায়। কিন্তু মন যখন সদাসচেতনভাবে কাজ করচে, চিন্তা করচে, ভালবাসচে, তখন বাহিরের এই বিপরীত গোলযোগে তাকে কেবল উদ্ভ্রান্ত করে' তোলে। বলা আবশ্যক, এই যে গোলযোগ এ কেবল আমাদেরই পক্ষে গোলযোগ, সেখানকার নেটিভদের পক্ষে নয়। সমুদ্রের যে গর্জ্জন সে কেবল সমুদ্র-তীরেই শোনা যায়, জলজন্তুরা বেশ নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবন নির্ব্বাহ করচে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।—

৭ অক্টোবর। "টেম্‌স্‌" জাহাজে একটা ক্যাবিন্‌ স্থির করে' আসা গেল। পর্শু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলাতে রয়ে গেলেন। আমার নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চার জনের থাকবার স্থান; এবং আর একজনের জিনিষপত্র একটি

কোণে রাশীকৃত হয়ে আছে। বাক্স তোরঙ্গের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আছে "বেঙ্গল সিভিল্ সার্ভিস্।" বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে' ভাবী সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় নিবিড়ানন্দের সঞ্চার হয় নি। ভাব্‌লুম, কোথাকার এক ভারতবর্ষের রোদে ঝল্‌সা এবং শুক্‌নো খট্‌খটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁঝালো ঝুনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেচে! যাদের মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান যথেষ্ট নয় এইটুকু ক্যাবিনের মধ্যে তাদের দুজনের স্থান সংকুলান্ হবে কি করে'? গালে হাত দিয়ে বসে' এই কথা ভাবচি এমন সময়ে এক অল্পবয়স্ক সুশ্রী ইংরাজ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্য মুখে শুভ প্রভাত অভিবাদন করলেন—মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাত্রা করচেন। এঁর শরীরে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েচে।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য্য উঠেচে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট্ দ্বীপের পার্ব্বত্যতীর এবং ভেণ্ট্‌নর সহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড় ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে একটু লিখ্‌ব তার যো নেই, সুতরাং সম্মুখে যা-কিছু চোখে পড়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।

ইংরাজ মেয়ের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের লোক প্রায়ই ঠাট্টা করে, বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার তুলনা করে' থাকে। কিন্তু, এমন সর্ব্বদাই দেখা যায়, তারাই যখন আবার বিলাতে আসে তখন স্বদেশের হরিণনয়নের কথাটা আর তাদের বড় মনে থাকে না। অভ্যাসের বাধাটা একবার অতিক্রম করতে পারলেই এক সময়ে যাকে পরিহাস করা গিয়েচে আর এক সময় তার কাছেই পরাভব মানা নিতান্ত অসম্ভব নয়—ওটা স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল। যতক্ষণ দূরে আছি কোন বালাই নেই, কিন্তু লক্ষ্যপথে প্রবেশ করলেই ইংরাজ সুন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ করে' অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মত পরিষ্কার, হীরকের মত উজ্জ্বল এবং ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন, তাতে আবেশের ছায়া নেই। অন্য কারো সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাইনে, কিন্তু একটি মুগ্ধহৃদয়ের কথা বল্‌তে পারি, সে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণনয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা কর্‌তে পারে না। কৃষ্ণ কেশপাশও সে মূঢ়ের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও সামান্য দৃঢ় নয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্ব্বে যে ইংরাজী সঙ্গীতকে

পরিহাস করে' আনন্দ লাভ করা গেছে, এখন তৎপ্রতি মনোযোগ করে' ততোধিক বেশি আনন্দ লাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে যদি চর্চ্চা করা যায় তা হলে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সঙ্গীত যে আমার ভাল লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

১৩ অক্টোবর। একটি রমণী গল্প করছিলেন, তিনি পূর্ব্বেকার কোন্ এক সমুদ্রযাত্রায় কাপ্তেন অথবা কোন কোন পুরুষযাত্রীর প্রতি কঠিন পরিহাস ও উৎপীড়ন করতেন—তার মধ্যে একটা হচ্চে চৌকিতে পিন্ ফুটিয়ে রাখা। শুনে আমার তেমন মজাও মনে হল না এবং সেই সকল বিশেষ অনুগৃহীত পুরুষদের শূলাভিষিক্ত হতেও একান্ত বাসনার উদ্রেক হল না। দেখা যাচ্চে, এখানে পুরুষদের প্রতি মেয়েরা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত রূঢ়াচরণ করতে পারেন, তাতে ততটা সামাজিক নিন্দার কারণ হয় না। ভেবে দেখ্‌তে গেলে ইংরাজ সমাজেও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে উচ্চনীচভেদ আছে বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেচে। যেমন বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময় আমোদ-জনক লীলার মত মনে হয় স্ত্রীলোকদের অত্যাচারের প্রতিও

পুরুষেরা সেইরকম স্নেহময় উপেক্ষা প্রদর্শন করে, এবং অনেক সময় সেটা ভালবাসে। পুরুষদের মুখের উপরে রূঢ় সমালোচনা শুনিয়ে দেওয়া স্ত্রীলোকদের একটা অধিকারের মধ্যে। সেই লঘুগতি তীক্ষ্ণ তীব্রতার দ্বারা তাঁরা পুরুষের শ্রেষ্ঠতাভিমান বিদ্ধ করে' আপনার গৌরব অনুভব করেন। সামাজিক প্রথা এবং অনিবার্য্য কারণবশতঃ নানাবিষয়ে তাঁরা পুরুষের অধীন বলেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লঙ্ঘন করে' আনন্দ লাভ করেন। কার্য্যক্ষেত্রে যারা পরস্পর সমকক্ষ প্রতিযোগী সামাজিক আচারে ব্যবহারে তাদের মধ্যে সমান ভাবের ভদ্রতার নিয়ম থাকা আবশ্যক, কিন্তু যেখানে সেই প্রতিযোগিতা নেই সেখানে দুর্ব্বল কিঞ্চিৎ দুরন্ত এবং সবল সম্পূর্ণ সহিষ্ণু এটা দেখতে মন্দ হয় না। এবং বলোন্মত্ত পুরুষের পক্ষে এ একটা শিক্ষা। স্ত্রীলোকের যে বল সে এক হিসাবে পুরুষেরই প্রদত্ত বল—মাধুর্য্যের কাছে আমরা স্বাধীন ভাবে আপন স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করি। অবলার দুর্ব্বলতা পুরুষের ইচ্ছাতেই বল প্রাপ্ত হয়েচে, এই জন্য যে পুরুষের পৌরুষ আছে স্ত্রীলোকের উপদ্রব সে বিনা বিদ্রোহে আনন্দের সহিত সহ্য করে, এবং এই সহিষ্ণুতায় তার পৌরুষেরই চর্চ্চা হতে থাকে। যে দেশের পুরুষেরা কাপুরুষ তারাই কোন বিষয়েই স্ত্রীলোকের কাছে পরাভব স্বীকার করতে চায় না—তারাই নির্লজ্জভাবে পুরুষ-

পূজাকে পুরুষের প্রাণপণ সেবাকেই স্ত্রীলোকের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম বলে' প্রচার করে; সেই দেশেই দেখা যায় স্বামী রিক্তহস্তে আগে আগে যাচ্চে আর স্ত্রী তার বোঝাটি বহন করে' পিছনে চলেছে, স্বামীর দল ফার্ষ্টক্লাশে চড়ে' যাত্রা করচে আর কতকগুলি জড়সড় ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্ন-শ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েচে, সেই দেশেই দেখা যায় আহারে বিহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই সুখ এবং আরাম কেবল পুরুষের, উচ্ছিষ্ট এবং উদ্বর্ত্ত কেবল স্ত্রীলোকের, এবং তাই নিয়ে বেহায়া কাপুরুষেরা অসঙ্কোচে গৌরব করে' থাকে এবং তার তিলমাত্র ইতস্ততঃ হলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় বলে' জ্ঞান করে। স্বভাব-দুর্ব্বল সুকুমার স্ত্রীলোকদের সর্ব্বপ্রকার আরামসাধন এবং কষ্টলাঘবের প্রতি সযত্ন মনোযোগ যে কঠিনকায় বলিষ্ঠ পুরুষদের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ হওয়া উচিত এ তারা কল্পনা করতে পারে না—তারা কেবল এইটুকু মাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে, তাদের বদনে অন্ন যুগিয়ে দিবে, তাদের তপ্ত কলেবরে পাখার ব্যজন করবে, তাদের আলস্যচর্চ্চার আয়োজন করে' দেবে, পঙ্কিল পথে পায়ে জুতা দেবে না, শীতের সময় গায়ে কাপড় দেবে না, রৌদ্রের সময় মাথায় ছাতা দেবে না, ক্ষুধার সময় কম করে' খাবে, আমোদের সময় যবনিকার আড়ালে থাক্‌বে এবং এই বৃহৎ মুক্ত

প্রকৃতির মধ্যে যে আলোক আনন্দ সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য আছে তার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাক্‌বে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যে দেশে পুরুষেরা পুরুষমানুষ নয়।

মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে' থাকে এবং পুরুষেরা আপনার উদার দুর্ব্বল-বৎসলতা থেকে স্ত্রীলোকের সেবা করে' থাকে; যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না, কেবল সেবা করে, সে দেশে তারা অপমানিত এবং সে দেশও লক্ষীছাড়া।

কিন্তু কথাটা হচ্ছিল স্ত্রীলোকের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে। গোলাপের যে কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ নেই সেখানে স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে প্রখরতা থাকা চাই, তীক্ষ্ণ কথার মর্ম্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস থাকলে অবলার পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।

আমাদের গোলাপগুলিই কি একেবারে নিষ্কণ্টক? কিন্তু সে বিষয়ে সমধিক সমালোচনা করতে বিরত থাকা গেল।

১৪ অক্টোবর। জিব্রল্টার পৌঁছন গেল। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্চে।

আজ ডিনারটেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকীস্বরে বল্লেন—পাখাওয়ালারা

রাত্রে পাখা টান্‌তে টান্‌তে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বল্লে তার একমাত্র প্রতিবিধান হচ্চে লাথি কিম্বা লাঠি। এবং পাখা-আন্দোলন সম্বন্ধে এই ভাবে আন্দোলন চল্‌তে লাগ্‌ল। আমার বুকে হঠাৎ যেন একটা তপ্ত শূল বিঁধ্‌ল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করে তারা যে অকাতরে এক সময় একটা দিশী দুর্ব্বল মানব-বিড়ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে' দেবে তার আর বিচিত্র কি? আমিও ত সেই অপমানিত জাতের একটা লোক, আমি কোন্ লজ্জায় কোন্ সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে' খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি!—শরীরের সমস্ত রাগ কণ্ঠ পর্য্যন্ত এল, কিন্তু একটা কথাও বহুচেষ্টাতে সে জায়গায় এসে পৌঁছল না! বিশেষতঃ ওদের ঐ ইংরাজী ভাষাটা বড়ই বিজাতীয় রকমের ভাষা—মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও ভাষাটা আর কিছুতেই মনের মত কায়দা করে' উঠ্‌তে পারিনে—তখন মাথার চতুর্দ্দিক হতে রাজ্যের বাঙ্গলা কথা চাক-নাড়া মৌমাছির মত মুখদ্বারে ভিড় করে' ছুটে আসে। ভাব্‌লুম এত উতলা হয়ে উঠ্‌লে চল্‌বে না, একটু ঠাণ্ডা হয়ে দুটো চারটে ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরিজি কথা মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিই। ঝগ্‌ড়া করতে গেলে নিদেন ভাষাটা ভাল হওয়া চাই।

তখন মনে মনে নিম্নলিখিতমত ভাবটা ইংরাজিতে রচনা কর্‌তে লাগ্‌লুম।

কথাটা ঠিক বটে মশায়! পাখাওয়ালা মাঝে মাঝে রাত্রে ঢুল্‌লে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। দেহধারণ করলেই এমন কতকগুলো সহ্য করতে হয় এবং সেইজন্যই খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়ে পড়ে। এবং এইরূপ সময়েই ভদ্রাভদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে লোক তোমার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে একেবারেই অক্ষম, খপ্‌ করে' তার উপরে লাথি তোলা চূড়ান্ত কাপুরুষতা; অভদ্রতার চেয়ে বেশি!

আমরা জাতটা যে তোমাদের চেয়ে দুর্ব্বল সেটা একটা প্রাকৃতিক সত্য—সে আর আমাদের অস্বীকার করবার যো নেই! তোমাদের গায়ের জোর বড্ড বেশি—তোমরা ভারি পালোয়ান!

কিন্তু সেইটেই কি এত গর্ব্বের বিষয়, যে, মনুষ্যত্বকে তার নীচে আসন দেওয়া হয়!

তোমরা বলবে, কেন, আমাদের আর কি কোন শ্রেষ্ঠতা নেই?

থাক্‌তেও পারে। তবে, যখন একজন অস্থিজর্জ্জর অর্দ্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপরে লাথি বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ কর এবং সুকুমারীগণও তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন কিছুতেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ বলে' ঠাহর করা যায় না।

বেচারার অপরাধ কি দেখা যাক্‌! ভোরের বেলা

আহার করে' বেরিয়েছে, সমস্ত দিন খেটেছে। হতভাগা আরো দুটো পয়সা বেশি উপার্জ্জন করবার আশায় রাত্রের বিশ্রামটা তোমাকে দু'চার আনায় বিক্রয় করেচে। নিতান্ত গরীব বলেই তার এই ব্যবসায় বড়সাহেবকে ঠকাবার জন্যে সে ষড়যন্ত্র করেনি।

এই ব্যক্তি রাত্রে পাখা টান্‌তে টান্‌তে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে—এ দোষটা তার আছে বল্‌তেই হবে।

কিন্তু আমার বোধ হয় এটা মানবজাতির একটা আদিম পাপের ফল! যন্ত্রের মত বসে' বসে' পাখা টান্‌তে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আস্‌বেই। সাহেব নিজে একবার পরীক্ষা করে' দেখ্‌তে পারেন।

এক ভৃত্যের দ্বারা কাজ না পেলে দ্বিতীয় ভৃত্য রাখা যেতে পারে, কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে লাথি মারে সে নিজেকে অপমান করে, কারণ, তখনি তার একটি প্রতি-লাথি প্রাপ্য হয়—সেটা প্রয়োগ করবার লোক কেউ হাতের কাছে উপস্থিত নেই এইটুকু-মাত্র প্রভেদ।

তোমরা অবসর পেলেই আমাদের বলে' থাক যে, "তোমাদের মধ্যে যখন বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত তখন তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোন স্বাধীন অধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নও।"

কিন্তু তার চেয়ে এ কথা সত্য যে,—যে জাত নিরাপদ দেখে' দুর্ব্বলের কাছে "তেরিয়া"—অর্থাৎ তোমরা যাকে

বল "বুলি"—যার কোন বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নেই—অপ্রিয় অশিষ্ট ব্যবহার যাদের স্বভাবতঃ আসে কেবল স্বার্থের স্থলে যারা নম্রভাব ধারণ করে, তারা কোন বিদেশী রাজ্য-শাসনের যোগ্য নয়।

অবশ্য যোগ্যতা দু'রকমের আছে—ধর্ম্মতঃ এবং কার্য্যতঃ। এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়। গায়ের জোর থাকলে অনেক কাজই বলপূর্ব্বক চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ উপযোগী নৈতিকগুণের দ্বারাই সে কার্য্যবহনের প্রকৃত অধিকার পাওয়া যায়।

তুমি কেবল প্রহারের জোরে পিতার কর্ত্তব্যসাধন করতে পার কিন্তু পিতৃস্নেহ এবং মঙ্গল-ইচ্ছা ব্যতীত ধর্ম্মতঃ পিতৃত্বের অধিকার জন্মে না।

কিন্তু ধর্ম্মের শাসন সদ্য সদ্য দেখা যায় না বলে' যে, ধর্ম্মের রাজ্য অরাজক তা' বলা যায় না! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুরতা এবং প্রতি দিনের ঔদ্ধত্য প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্চে, একসময় এরা তোমাদেরই শিরে ভেঙ্গে পড়বে।

যদি বা আমরা সকল অপমানই নীরবে অথবা কথঞ্চিৎ কলরব সহকারে সহ্য করে' যাই, প্রতিকারের কোন ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবু তোমাদের মঙ্গল হবে না।

কারণ, অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূল

আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। সেই জন্য অনেক ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরাজ একটা জাতই স্বতন্ত্র; কেবলমাত্র বিকৃত যকৃৎই তার একমাত্র কারণ নয়; যকৃতের চেয়ে মানুষের আরো উচ্চতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু আমার এ বিভীষিকায় কেউ ডরাবে না। যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিতে বসে; যেন চোরের পরকালের হিতের জন্যেই তার রাত্রে ঘুম হয় না। যে সৌভাগ্যবানের দ্বারে অর্গল আছে চোরের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের প্রতি তার তাদৃশ আগ্রহ দেখা যায় না—অর্গলটাই তার আশু উপকারে দেখে।

লাথির পরিবর্ত্তে উপদেশ দেওয়া এবং ধর্ম্মভয় দেখান যদিচ দেখ্‌তে অতি মনোহর হয় বটে, কিন্তু লাথির পরিবর্ত্তে লাথি দিলেই ফলটা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। এই পুরাতন সত্যটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু বিধাতা আমাদের সমস্ত শরীরমনের মধ্যে কেবল রসনার অগ্রভাগটুকুতে মাত্র বলসঞ্চার করেছেন। সুতরাং হে জোয়ান, কিঞ্চিৎ নীতি কথা শোন!

শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ

হয়ে আছে, এই জন্য তারা পেটের উপরে ইংরাজ প্রভুর নিতান্ত "পেটার্নাল্ ট্রীট্‌মেণ্ট"টুকুরও ভর সইতে পারে না। কিন্তু ইংরাজের পিলে কিরকম অবস্থায় আছে এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তার কোন পরীক্ষাই হয় নি।

আমাদের ভারতবর্ষীয়দের বিশ্বাস, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকেরই পিলে এত অতিশয় স্বাভাবিক অবস্থায় আছে যে বুটসমেত সজোর লাথি বেশ নিরাপদে সহ্য করতে পারে!

কিন্তু সে নিয়ে কথা হচ্চে না; পিলে ফেটে যে আমাদের অপঘাত মৃত্যু হয় সেটা আমাদের ললাটের লিখন। কিন্তু তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা যেরকম তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও তাতেই আমাদের সমস্ত জাতিকে অপমান করা হয়। তাতেই একরকম করে' বলা হয় যে, তোমাদের আমরা মানুষ জ্ঞান করি না। তোমাদের দুটো চারটে যে থামকা আমাদের চরণতলে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে তোমাদের পিলের দোষ! পিলে যদি ঠিক থাক্‌ত তা হলে লাথিও খেতে, বেঁচেও থাক্‌তে এবং পুনশ্চ দ্বিতীয়বার খাবার অবসর পেতে।

যা হোক্ ভদ্রনাম ধারণ করে' অসহায়কে অপমান করতে যার সঙ্কোচ বোধ হয় না, তাকে এত কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অপমান সহ্য করে দুর্ব্বল হলেও তাকে যখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না করে' থাকা যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমি ভাল বুঝতে পারিনে। ইংলণ্ডে ত তোমাদের এত বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে আছেন তাঁরা সভাসমিতি করে' নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিম্বা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই ইংরাজের ঘর থেকে কি একটি মেয়েও আসেন না, যিনি উক্ত বাহুল্য করুণরসের কিয়দংশ উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যয় করে' মনোভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে' যেতে পারেন। বরঞ্চ পুরুষমানুষে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেচি, যেমন মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার। তিনি ত আমাদের মুরুব্বি ছিলেন না, যথার্থই পিতা ছিলেন। কিন্তু তোমাদের মেয়েরা এখানে কেবল নাচগান করেন, সুযোগমতে বিবাহ করেন এবং কথোপকথনকালে সুচারু নাসিকার সুকুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে' আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। জানি না, কি অভিপ্রায়ে বিধাতা আমাদের ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে' সৃজন করেন নি!——

যাই হোক্, স্বগত উক্তি যত ভালই হোক্ ষ্টেজ্ ছাড়া আর কোথাও শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না। তা ছাড়া যে কথাগুলো আক্ষেপবশতঃ মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলো যে এই গোঁফ্ওয়ালা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ঙ্গম হত এমন আমার বোধ হয় না। এদিকে, বুদ্ধি যখন বেড়ে উঠ্‌ল চোর তখন পালিয়েচে—তারা পূর্ব্বপ্রসঙ্গ

ছেড়ে অন্য কথায় গিয়ে পড়েচে। মনের খেদে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগ্‌লুম।

১৫ অক্টোবর। জাহাজে আমার একটি বন্ধু জুটেছে। লোকটাকে লাগ্‌চে ভাল। অল্পবয়স, মন খুলে' কথা কয়, কারো সঙ্গে বড় মেশে না, আমার সঙ্গে খুব চট্‌ করে' মনে' গেছে। আমার বিবেচনায় শেষটাই সব চেয়ে মহৎ গুণ।

এ জাহাজে তিনটি অষ্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন—তাঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। বেশ সহজ সরল রকমের লোক, কোনপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই। আমার নববন্ধু এঁদের প্রশংসাস্বরূপে বলে They are not at all smart;" বাস্তবিক, অনেক অল্পবয়সী ইংরাজমেয়ে দেখা যায় তারা বড়ই smart—বড্ড চোকমুখের খেলা, বড্ড নাকে মুখে কথা, বড্ড খরতর হাসি, বড্ড চোখাচোখা জবাব—কারো কারো লাগে ভাল, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।

১৬ অক্টোবর। আজ জাহাজে দুটি ছোট ছোট নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। দলের মধ্যে একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেম্‌নি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠ্‌রা ধরে' সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্ করে' একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখ্‌তে

গেলুম অনেক দিন ইংরাজী গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃপ্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ এই বাঙ্গলা সুরটা পিপাসার জলের মত বোধ হল। আমি দেখ্‌লুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল, এমন আর কোন সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে' আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সঙ্গীত লোকালয়ের সঙ্গীত, আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জ্জন প্রকৃতির অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় বিষাদের সঙ্গীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড় বড় রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তি-বিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্ত্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মল্টা দ্বীপে পৌঁছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত তরুগুল্মহীন সহর। এই শ্যামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে' নাব্‌তে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল। সমুদ্রতীর থেকে সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মত উঠেছে, তারি সোপান বেয়ে সহরের মধ্যে উঠ্‌লুম। অনেকগুলি গাইড্‌পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে

তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমা-দের সঙ্গ ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বারবার ঝেঁকে ঝেঁকে গিয়ে বল্লেন—"চাইনে তোমাকে"—"একটি পয়সাও দেব না"—তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে ম্লানমুখে চলে' গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বল্লেন লোকটা গরীব সন্দেহ নেই কিন্তু কোন ইংরাজ হলে এমন করত না!—আসলে মানুষ পরি-চিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জ্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ্য কর্‌তে পারে না। এই জন্যে এক জাতীয়ের পক্ষে আর এক জাতীয়কে বিচার করা কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যেতে পারে, একজন ইংরাজভিক্ষুক এবং একজন ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুক ঠিক এক শ্রেণীর নয়। আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তির অগৌরব না থাকাতে যে ব্যক্তি ভিক্ষা অবলম্বন করে তার আত্মসম্মান দূর হয় না। আমাদের দেশে মানুষের দয়া এবং দানের উপর মানুষের অধিকার আছে; দাতা এবং ভিক্ষুক, গৃহস্থ এবং অতিথির মধ্যে একটা সামাজিক সম্বন্ধ-বন্ধন নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং ভিক্ষার মধ্যে সেই হীনতা নেই। আমাদের মহাদেব ভিখারী। ইংলণ্ডে নিজের ক্ষমতা এবং নিজের পরিশ্রম

ছাড়া আর কিছুর উপরে নির্ভর করা হীনতা, সুতরাং ইংরাজ "বেগর" ঘৃণার পাত্র।

ভিন্ন জাতিকে বিচার করবার সময় তার সমস্ত অতীত ইতিহাসপরম্পরা যদি হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি তাহলেই আমরা পরস্পরকে বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু সে সহৃদয়তা কোথায় পাওয়া যায়!

'মল্টা' সহরটা দেখে' মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত য়ুরোপীয় সহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠ্‌চে একবার নীচে নাম্‌চে। সমস্তই দুর্গন্ধ ঘেঁষা-ঘেঁষি অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অতি কদর্য্য। আহারান্তে, সহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক্‌ আছে, সেইখানে ব্যাণ্ড্‌ বাদ্য শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে' আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকাওয়ালা আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়্‌ল এবারে লণ্ডনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল। সে লোকটার তত দোষ ছিল না—আমাদেরই দোষ। আমাদের দুই ভাইয়ের মুখে বোধ করি বিষয়বুদ্ধির চিহ্ন-মাত্র ছিল না। এরকম মুখশ্রী দেখ্‌লে অতি বড় সৎ-

লোকেরও ঠকিয়ে নিতে হঠাৎ প্রলোভন হতে পারে। যা হোক্ মল্টাবাসীর অসাধু স্বভাবের প্রতি আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ দেখে' এ ঘটনাটা উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য মনে করলুম।

১৮ অক্টোবর। আজ ডিনারটেবিলে "স্মাগ্লিং" সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্ত্তি রটনা করছিলেন। গবর্মেন্টকে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যা প্রতারণা করাকে এরা যেন কিঞ্চিৎ গৌরবের বিষয় মনে করে। আর যাই হোক্ তেমন নিন্দা বা লজ্জার বিষয় মনে করে না। অথচ মিথ্যা এবং প্রতারণাকে যে এরা দূষণীয় জ্ঞান করে না সে কথা বলাও অন্যায়। মানুষ এম্‌নি জীব! একজন ব্যারিষ্টার তার মক্কেলের কাছ থেকে পূরা ফি নিয়ে যদি কাজ না করে এবং সে জন্যে যদি সে হতভাগ্যের সর্ব্বনাশ হয়ে যায় তা হলেও কিছু লজ্জা বোধ করে না—কিন্তু ঐ মক্কেল যদি তার দেয় ফির দুটি পয়সা কম দেয় তা হলে কৌঁসুলির মনে যে ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশের উদয় হয় তাকে তাঁরা ইংরাজী করে' বলেন "রাইটিয়াস্ ইণ্ডিগ্নেশন্!" সর্ব্বনাশ!—

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিশি পৌঁছিল তখন ঘোর বৃষ্টি আরম্ভ হল। এই বৃষ্টিতে এক-দল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্ বেয়ালা ম্যাণ্ডোলীন্ নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গান বাজনা জুড়ে' দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিশিতে বেরোন গেল। সহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে' রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুইধারে নালায় মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চড়ে' দুটো খালি-পা ইটালিয়ান্ ছোক্‌রা ফিগ্ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলে তোমরা খাবে কি—আমরা বল্লুম, না। খানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ্‌শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ্ খাবে? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইসারায় তামাক প্রার্থনা করে' বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দুজনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানিনে—আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাবপ্রকাশ চল্‌তে লাগ্‌ল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশঃ উচ্চ হয়ে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে' গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক একটা ছোট বাড়ি, জান্‌লার কাছে ফিগ্‌ফল শুকোতে দিয়েছে। এক এক জায়গায় ছোট ছোট শাখাপথ বক্রগতিতে এক পাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এখানকার গোর নূতন রকমের দেখ্‌লুম। অধিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোট ঘর গেঁথেছে। সেই ঘর পর্দা

দিয়ে ছবি দিয়ে রঙীন্ জিনিষ দিয়ে নানা রকমে সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা খেলাঘর—এর মধ্যে কেমন একটি ছেলেমানুষী আছে—মৃত্যুটাকে যেন যথেষ্ট খাতির করা হচ্চে না।

গোরস্থানের একজায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নীচেকার ঘরে নাবা গেল। সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা অতি সুশৃঙ্খল ভাবে স্তূপাকারে সাজানো। তৈমুরলঙ্গ বিশ্ববিজয় করে' একদিন এইরকম একটা উৎকট কৌতুকদৃশ্য দেখেছিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন যে একটা কঙ্কাল চলে' বেড়াচ্চে ঐ মুণ্ডগুলো দেখে তার আকৃতিটা মনে উদয় হল। জীবন এবং সৌন্দর্য্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দ্দা ফেলে রেখেছে—কোন নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্ম্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তাহলে অকস্মাৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায় আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে বসে' বসে' শুষ্ক শ্বেত দন্তপংক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে' বিকট বিদ্রূপের হাস্য করেছে। পুরোণো বিষয়! পুরোণো কথা! ঐ নরকপাল অবলম্বন করে' নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেচেন—কিন্তু অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে' আমার কিছুই ভয় হল না! শুধুএই মনে হল, সীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিম্ব থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর

কত যুগের কত দুশ্চিন্তা, দুরাশা, অনিদ্রা ও শিরঃপীড়া ঐ মাথার খুলিগুলোর—ঐ গোলাকার অস্থিবুদ্‌বুদ্‌গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে! এবং সেই সঙ্গে এও মনে হল, পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার অনেক টাকের ওষুধ আবিষ্কার করে' চীৎকার করে' মরচে, কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ কেশ-হীন মস্তক তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দন্তমার্জ্জন-ওয়ালারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করচে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোন খোঁজ নিচ্চেনা।

যাই হোক্, আপাততঃ আমার এই কপালফলকটার মধ্যে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করচে। যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুসির উদয় হবে, আর যদি না পাই তা হলে এই অস্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে—ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্চি।

২৩ অক্টোবর। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজ অতি মন্থর গতিতে চলেচে।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্ত্তী পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকল-ধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাঙ্গালা দেশ, আমার সেই অকর্ম্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম

চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই সূর্য্যকিরণে, এই তপ্ত বায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মত আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠ্‌ছে।

ডেকের উপরে' গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে' দেখলুম, দু'ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অৰ্দ্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডানদিকের বালুকা-রাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট্ বোঝাই করে' নিয়ে চলেচে। প্রখর সূর্য্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং শাদা পাগ্‌ড়ি দেখা যাচ্চে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে—কেউ বা নমাজ পড়চে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে' অনিচ্ছুক উট্‌কে টানাটানি করচে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব মরুভূমির একখণ্ড ছবির মত মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস্ —কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে' মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার—যৌবনকালে বোধ করি অনেকের উপর অনেক খরতর শর চালনা করেছে। যদিও এখনো এ নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মত ক্রীড়াচাতুরীশালিনী, তবু কোন যুবক এর সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময়

আহ্বান করে না, আহারের সময় সযত্নে পরিবেশন করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রখরতার মধ্যে জ্যোতি নেই, এবং প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় সুপ্রসন্ন সুগম্ভীর মাতৃভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র নেই। আমি এর ইতিহাস জানি নে—কিন্তু যে সব রমণী চিত্তজয়োৎসাহে মত্ত হয়ে উগ্র উত্তেজনায় জীবনের সমস্ত সহজ-সুখের প্রতি অনেক পরিমাণে বীতস্পৃহ হয়েচে, তাদের বয়স্ক অবস্থা কি শূন্য এবং শোভাহীন! আমাদের মেয়েরা এই উদগ্র আমোদ-মদিরার আস্বাদ জানে না—তারা অল্পে অল্পে অতি সহজে স্ত্রী থেকে মা, এবং মা থেকে দিদিমা হয়ে আসে। পূর্ব্বা-বস্থা থেকে পরের অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই।

ওদিকে আবার মিস্ অমুক এবং অমুককে দেখ! কুমারীদ্বয় অবিশ্রাম পুরুষসমাজে কি খেলাই খেলাচ্চে। আর কোন কাজ নেই, আর কোন ভাবনা নেই, আর কোন সুখ নেই,—সচেতন পুত্তলিকা—মন নেই, আত্মা নেই, কেবল চখে মুখে হাসি এবং কথা এবং উত্তর-প্রত্যু-ত্তর।

২৫ অক্টোবর।—আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে' দরজার সাম্‌নে অপেক্ষা করে' দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে বিরলকেশ পৃথুকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি

তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হস্তে উপস্থিত। ঘর খালাস হবামাত্র সেই জন-বুল্ অম্লানবদনে প্রথমাগত আমাকে অতিক্রম করে' ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথমেই মনে হল তাকে ঠেলে ঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে' পড়ি, কিন্তু শারীরিক দ্বন্দ্বটা অত্যন্ত হীন এবং রূঢ় বলে' মনে হয়, বেশ স্বাভাবিকরূপে আসে না। সুতরাং অধিকার ছেড়ে দিয়ে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লুম, নম্রতা গুণটা খুব ভাল হতে পারে কিন্তু খৃষ্টজন্মের উনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখ্‌তে অনেকটা ভীরুতার মত। নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশী সাহসের আবশ্যক ছিল তা নয় কিন্তু প্রাতঃকালেই এতটা মাংসবহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমন সঙ্কোচজনক মনে হল। স্বার্থপরতা অনেক সময় এই জন্যই জয়লাভ করে—বলিষ্ঠ বলে' নয়—অতিমাংসগ্রস্ত কুৎসিৎ বলে'।

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক্।

সকালে ডেক্ ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুই-ধারে ডেক্-চেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালিপায়ে রাত-কাপড়-পরা পুরুষগণ কেউবা বন্ধুসঙ্গে কেউবা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে' বেড়াচ্চে। ক্রমে যখন আটটা বাজ্‌ল এবং একটি আধটি করে' মেয়ে উপরে

উঠ্‌তে লাগ্‌ল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড়! তিনটি মাত্র স্নানাগার; আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েচে। ঘন ঘন টুপি উদ্‌ঘাটন করে' মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন পূর্ব্বক গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল।

নটার ঘণ্টা বাজ্‌ল। ব্রেক্‌ফাষ্ট প্রস্তুত। বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপানপথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না। কেবল সারিসারি শূন্যহৃদয় চৌকি উর্দ্ধমুখে প্রভুদের জন্যে অপেক্ষা করে' রইল।

ভোজনশালা প্রকাণ্ডঘর। মাঝে দুইসার লম্বা টেবিল, এবং তার দুইপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করে' সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে' থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্যকৌতুক গল্প-

গুজবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক্ ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেচে তার ঠিক নেই।

তারপর চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু গুছিয়ে নেওয়া বিষম ব্যাপার। যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু বাতাস, যেখানে একটু রৌদ্রের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস সেইখানে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ্ কাটিয়ে পথ করে' আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মত নিশ্চিন্ত।

তারপরে দেখা যায় কোন চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করচে, কিম্বা কোন বিপদ্‌গ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশ্লিষ্ট করে' নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারচে না— তখন আমরা পুরুষগণ নারীসহায়ব্রতে চৌকিউদ্ধারকার্যে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জ্জন করে' থাকি।

তার পরে যে যার চৌকি অধিকার করে' বসে' যাওয়া যায়। ধূম্রসেবীগণ, হয় ধূম্রকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করচে। মেয়েরা অর্দ্ধনিলীন অবস্থায় কেউবা নবেল পড়চে, কেউবা শেলাই

করচে; মাঝে মাঝে দুই একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে' মধুকরের মত কানের কাছে গুন্ গুন্ করে' আবার চলে' যাচ্চে।

আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে ক্বয়ট্স্ খেলা আরম্ভ হল। দুই বাল্তি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হল। দুই যুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে' পালাক্রমে স্বস্ব স্থান থেকে কল্সীর বিড়ের মত কতকগুলি রজ্জুচক্র বিপরীত বাল্তির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগ্ল। যে পক্ষ সর্ব্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে খেলোয়াড়েরা কখনো জয়োচ্ছ্বাসে কখনো নৈরাশ্যে উর্দ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে' উঠ্চেন। কেউবা দাঁড়িয়ে দেখ্চে, কেউবা গণনা করচে, কেউবা খেলায় যোগ দিচ্চে, কেউবা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে আছে।

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুইস্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্চে। কেদারায় হেলান্ দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনয়নে নিদ্রাবেশ হয়ে আস্চে। কেবল দুই একজন দাবা, ব্যাক্গ্যামন্ কিম্বা ড্রাফ্ট্ খেল্চে, এবং দুই একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই

ক্বয়ট্‌স্‌ খেলায় নিযুক্ত। কোন রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখ্‌চে, এবং কোন শিল্প-কুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁক্‌তে চেষ্টা করচে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তখন তাপ-ক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেমে গিয়ে রুটিমাখনমিষ্টান্ন সহযোগে চা-রস পান করে' শরীরের জড়তা পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্ব্বার যুগল মূর্ত্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদুমন্দ হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু'চার জন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারচে না,—দিবাবসানের ম্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করচে।

দক্ষিণে জ্বলন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল এবং বামে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্ব হতেই চন্দ্রোদয় হয়েচে। জাহাজ থেকে পূর্ব্বদিগন্ত পর্য্যন্ত বরাবর জ্যোৎস্না-রেখা ঝিক্‌ঝিক্‌ করচে। পূর্ণিমার সন্ধ্যা নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুভ্র অঙ্গুলি স্থাপন করে' আমাদের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত পূর্ব্ব ভারতবর্ষের পথ নির্দ্দেশ করে' দিচ্চে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে' উঠ্‌ল। ছটার সময় ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজ্‌ল।

বেশ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে সকলে স্বস্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজ্‌ল। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারিসারি নরনারী বসে' গেছে। কারো বা কালো কাপড়, কারো রঙীন কাপড়, কারো বা শুভ্রবক্ষ অৰ্দ্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক জ্বল্‌চে। গুন্‌গুন্ আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামচের টুং টাং ঠুং ঠুং শব্দ উঠ্‌চে, এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্য্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মত যাতায়াত করচে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু সেবন। কোথাও বা যুবকযুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গিয়ে গুন্‌গুন্ করচে, কোথাওবা দু'জনে জাহাজের বারান্দা ধরে' ঝুঁকে পড়ে' রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোন কোন যুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্চে একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে, কোথাওবা একধারে পাঁচসাত জন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্ম্মচারী জটলা করে' উচ্চ-হাস্যে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে' তুল্‌চে। অলস পুরুষরা কেউবা বসে' কেউবা দাঁড়িয়ে কেউবা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্চে, কেউবা স্মোকিং সেলূনে কেউবা নীচে খাবার ঘরে হুইস্কি-সোডা পাশে রেখে চার জনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলচে। ওদিকে সঙ্গীতশালায় সঙ্গীতপ্রিয়

দু'চার জনের সমাবেশ হয়ে গান বাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্চে।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে,—মেয়েরা নেবে যায়,—ডেকের উপরে আলো হঠাৎ নিবে যায়,—ডেক্ নিঃশব্দ নির্জ্জন অন্ধকার হয়ে আসে, এবং চারিদিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুরা হরিণীর মত ক্লিষ্ট কাতর হয়ে রয়েচে। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাখা নাড়চে, স্মেলিং সল্ট্ শুঁক্‌চে, এবং সকরুণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করচে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্মীলন করে' ম্লানহাস্তে কেবল গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্চে। যতই পরিপূর্ণ করে' টিফিন্ এবং লেবুর সরবৎ খাচ্চে, ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়চে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্ব্বশরীর শিথিল হয়ে আস্‌চে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌঁছন গেল।

২৯ অক্টোবর। আমাদের জাহাজে একটি পার্সী সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচোলো ছাঁটা দাড়ি এবং বড় বড় চোখ সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলাতী পোষাক এবং চালচলন

ধরেচে। বলে, ইণ্ডিয়া লাইক্ করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশই স্ত্রীবন্ধু) কাছ থেকে তিনশো চিঠি এসে তার কাছে জমেছে, তাই নিয়ে বেচারা মহা মুস্কিলে পড়েচে, কখনই বা পড়বে কখনই বা জবাব দেবে! লোকটা আবার নিজে বন্ধুত্ব করতে বড়ই নারাজ, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় বন্ধুত্ব তার মাথার উপরে অনাহূত অযাচিত বর্ষিত হতে থাকে। সে বলে বন্ধুত্ব করে' কোন "ফন্" নেই! উপরন্তু কেবল ল্যাঠা! এমন কি শত শত জর্ম্মান ফরাসী ইটালিয়ান এবং ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে সে "ফ্লার্ট্" করে' এসেচে কিন্তু তাতে কোন মজা পায়নি! একটা মেয়েকে কতকগুলো মিথ্যে কথা বলা যায়, সে আদর করে' পাথার বাড়ি মারে এই ত ফ্লার্টেশন, এতে "ফন্" নেই! লোকটা পৃথিবীতে কিছুতেই যথেষ্ট মজা পাচ্চে না; কিন্তু তার কাছ থেকে অন্য লোকে যে মজা উপভোগ করচে তা বোধ হয় সে স্বপ্নেও জানে না।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌঁছবার কথা।

আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস বচ্চে—সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করচে, উজ্জ্বল রৌদ্র উঠেচে; কেউ কয়ট্স্ খেল্‌চে, কেউ নবেল পড়চে, কেউ গল্প করচে; ম্যুজিক সেলূনে গান চল্‌চে, স্মোকিং সেলূনে তাস্ চল্‌চে,

ডাইনিং সেলূনে খানার আয়োজন হচ্চে, এবং একটি সঙ্কীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরচে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন্ সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নবেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। আজ আমাদের সমুদ্র-যাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাইবন্দরে পৌঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে' ভারতবর্ষে নেমে এখন আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আর কোন মনান্তর নেই। সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্চে। কেবল একটা গোল বেধেছিল—টাকাকড়িসমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে' এসেছিলুম, তাতে করে' সংসারের আকৃতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে' এনেছি। এই ব্যাগ্ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মত একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনি সাবধান করে' দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বল্‌লে, ক্ষেপেছ! আমাকে তেমনি লোক পেয়েছ!—আজ সকালে তাকে বিলক্ষণ এক চোট ভর্ৎসনা করেচি—সে নতমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পর যখন ব্যাগ্ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে

হাত বুলতে বুলতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে' বড় আরাম বোধ হচ্চে! এই ঘটনা নিয়ে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করে' পরিহাস করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে' বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু আমার সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।